অর্জ্জুন গীতা

CONTAI

পঞ্চম সংস্করণ।

কাঁথি, নীহার প্রেসে
শ্রীমধুসূদন জানা দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য—।০ চারি আনা।

Printed by M. S. Jana
at the
NIHAR PRESS.
Contai.

অর্জ্জুন গীতা।

সর্ব্বদেবদেবীর বন্দনা।

প্রথমেতে বন্দি প্রভু দেব গজানন।
বিঘ্ন বিনাশন দেব গৌরীর নন্দন॥
কৈলাশ ভবনে বন্দি হর যে পার্ব্বতী।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি করিয়া মিনতি॥
তার পর বন্দিলাম ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
জলজ সঙ্গেতে বন্দি লক্ষ্মীনারায়ণ॥
ব্যাস যে বাল্মীকি বন্দি আর মহাবিদ্যা।
চারি বেদ বন্দি যে চৌষট্টি শাস্ত্র বিদ্যা॥
শিক্ষাগুরু পিতা বন্দি মাতার চরণ।
যাঁহার প্রসাদে দেখি এ মর ভুবন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দি অযোধ্যার মাঝে।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দি দশরথ রাজে॥
বৃন্দাবন মাঝে বন্দি শ্রীরাধা শ্রীকানু।
ষোলশ গোপিনী বন্দি আর মোহন বেণু॥
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম আর তারাগণ।
মহর্ষি নারদ বন্দি আর হুতাশন॥
একমনে বন্দিলাম কবি কল্পতরু।
হরি নাম দিয়া হৈল জগতের গুরু॥

শুভ

অর্জ্জুনের সহিত ভগবানের কথোপকথন।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করে শ্রীহরি সদন।
কেমনে কলির জীব পাবে পরিত্রাণ॥
কলিকালে যত জীব তরিবে কেমন।
এই কথা বিস্তারিয়া কহ নারায়ণ॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদিগণ।
চারি জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় কোন জন॥
এ সকল বিস্তারিয়া বল গদাধর।
শুনিতে বাসনা মম হয়েছে অন্তর॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অর্জ্জুন বচন শুনি বলে নারায়ণ।
শুনিবারে ইচ্ছা যদি কর স্থির মন॥
তুমি ত পরম ভক্ত বীর ধনঞ্জয়।
সকল জীবের শ্রেষ্ঠ মানব যে হয়॥
মম নাম সদা দিন যেবা করে ধ্যান।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ পান॥
জপ তপ সর্ব্ব মিথ্যা মম নাম সার।
তিলার্দ্ধে করিলে নাম সংসার উদ্ধার॥
মম নাম সদা দিন যে করে ভজন।
তাহার অন্তরে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্ত মম পিতা মাতা ভক্ত প্রাণধন।
ভক্ত মুখে করি আমি দ্বিতীয় ভোজন॥

ভক্ত যদি মম প্রতি অভিমান করে।
যেই দিকে ভক্ত যায় না ছাড়ি তাহারে॥
গাভী পাছে বৎস যেন ধায় ক্ষীর লোভে।
ভক্ত পাছে থাকি আমি সেইমত ভাবে॥
ভক্তের লাগিয়া ফিরি সদা দিন পাছে।
ভক্তের অধীন আমি আর কিবা আছে॥
মম নাম সদা দিন যেবা করে চিন্তা।
তার আমি পুত্র হই সেই মম পিতা॥
যতক্ষণ জিহ্বাগ্রেতে বলে হরি হরে।
সেইক্ষণ জিহ্বাগ্রেতে মোরে জাত করে॥
সেই হেতু পিতা মম হয় ভক্তগণ।
আমি তার পুত্র হই শুন হে কারণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ যেখানে না যাবে।
মম ভক্ত সেই পথে সুখেতে গমিবে॥
আর কি তুলনা দিব আমি যে তোমারে।
ভক্ত মম যত আছে সংসার মাঝারে॥
ভক্তের হস্তেতে দ্রব্য পড়য়ে যখন।
আমি তাহা মনানন্দে করি যে ভোজন॥
যেই দ্রব্য না লাগিবে ভক্তের হস্তেতে।
সেই দ্রব্য কখন না লাগে মম চিত্তে॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

অর্জ্জুন বলেন প্রভু দেব ভগবান।
ভক্তের লাগিয়া তুমি করিয়াছ টান॥

তুমি যে বলিলে মোরে ভক্তের কারণ।
কোথায় ভক্তের মন করিছ পূরণ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অর্জ্জুনের কথা শুনি কহে চক্রপাণি।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
শতদল পদ্ম যেন কুঁড়ি তার ধরে।
ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত বাড়ে সরোবরে॥
এইরূপ ভাবে যেবা হয় ভক্তগণ।
প্রস্ফুটিত পদ্ম করে গন্ধ বিকাশন॥
এই মত ভক্ত যেবা করয়ে পূজন।
সেইমত ভক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভবন॥
সেই জন্য ভক্ত মম হয় প্রাণবন্ধু।
মম নাম হরি হয় ভক্ত কৃপাসিন্ধু॥
সিদ্ধগুরু রূপে আমি মন্ত্র করি দান।
মোক্ষ গতি পায় সেই লভে দিব্য জ্ঞান॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

অর্জ্জুন বলেন প্রভু শুন নারায়ণ।
কত গুরু কাছে মন্ত্র করিব গ্রহণ॥
সংসারের কত গুরু তার কিবা নাম।
শ্রীমুখেতে আজ্ঞা কর প্রভু ভগবান॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রীহরি বলেন শুন একমাত্র সার।
এক নামে সংসারেতে হয়েছে প্রচার॥

কর্ণ উপদেশ গুরু সেই এক শ্রেষ্ঠ।
এই কথা হৃদে ধরি মন কর তুষ্ট॥
দীক্ষা গুরু হয় শ্রেষ্ঠ সংসারেতে গণি।
আর যত গুরু হয় তারে নাহি মানি॥
অন্য গুরু কাছে আর কর্ণ না পাতিবে।
কেবল মুখেতে মন্ত্র সকল শিখিবে॥
এইরূপ গুরু দেখ আছে কত জন।
কর্ণ উপদেশ গুরু কৃষ্ণ সম হন॥
যেই শিষ্য গুরু ছাড়ি অন্য গুরু করে।
সেই জন পড়ে গিয়া নরক মাঝারে॥
গুরুকে ছাড়িয়া যদি মন্ত্রকে ছাড়িল।
সুসঙ্গ সুপথ ছেড়ে নরকে পড়িল॥
ভ্রমণ করিলে সেই হয় অকারণ।
বনেতে ভ্রমণ করে পদেতে বেদন॥
গুরুমন্ত্র ছাড়ি যেবা হয় মতিভ্রম।
শত জন্ম যায় তার দণ্ড দেয় যম॥
গুরু নিন্দা করে যেই জীবনে হুতাশ।
কৃমি কুণ্ডে সদা দিন হবে তার বাস॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু বংশীধারী।
সেই শিষ্য গুরু বলি উপদেশ করি॥
মন্ত্র লয় যেই জন তার পাপ নাশ।
কেমনে কৃমি কুণ্ডেতে হইবে যে বাস॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে ভগবান।
শুদ্ধ মনে শুন তুমি এহার আখ্যান॥
মূল গুরু মন্ত্র যত শিষ্য নাহি মানে।
সেই অপরাধ কষ্ট যমের সদনে॥
লবণ জলেতে চিনি দিলে কিবা সুখ।
অমৃত হইতে সেই খাইতে বিমুখ॥
সেই মত গুরু এই শুন হে অর্জ্জুন।
অন্ধকারে অগ্নি তেজে পড়িলে যেমন॥
আর এক কথা শুন বীর ধনঞ্জয়।
যেবা করে গুরু নিন্দা এইরূপ হয়॥
পুনরায় যদি গুরু তারে দেয় নাম।
সংসারেতে অপযশ তার বিধি বাম॥
ভাল মন্দ না বুঝিয়া আপনা অন্তরে।
পরের পুত্রকে আনি আপনার করে॥
প্রলুব্ধ হইয়া সেই হয় মতিভ্রম।
পুনরায় উপদেশ তার পণ্ডশ্রম॥
শিষ্যকে দেখিয়া গুরু বলেন বচন।
তোরে যেবা অগ্রে মন্ত্র করিবে প্রদান॥
সেই মন্ত্র উপদেশ কিছু না বলিল।
ভণ্ডামি করিয়া তোমায় মন্ত্র দিয়া গেল॥
শিষ্য মন ভুলাইয়া ছলনা করিয়া।
মোর কাছে মন্ত্র লয় বাছিয়া বাছিয়া॥

এই মত ভুলাইল কত যত্ন করি।
মহামন্ত্র দিল তথা কর্ণপথ হরি॥
অন্য মন্ত্র দেয় তারে শিষ্যে ভাণ্ডাইয়া।
মম নামে যেই দুষ্ট করিলেক মায়া॥
মম নামে মায়া করে সেই পাপী বড়।
শিষ্য না জানিতে পারে এই কথা দৃঢ়॥
দুই নায়ে পদ দিয়া যে করে গমন।
ক্ষণেক জীবনে তার হইবে পতন॥
প্রথমেতে যেই গুরু করে মন্ত্র দান।
অগতিরে গতি করে প্রভু ভগবান॥
এই গুরু যে শিষ্যের কানে মন্ত্র দিবে।
নাসিকার পথ বিনা আর না পাইবে॥
এই মত কোন গুরু কুবুদ্ধি যে দিল।
যেই পথে মহাপাপ সে পথে পড়িল॥
ধর্ম্ম কথা ছাড়ি যেবা ধন লোভ করে।
মায়াজালে পড়ে সেই নরক মাঝারে॥
এক পক্ষ হয়ে যেবা পক্ষপাত করে।
দুই নায়ে পদ দিয়া মরে সে মাঝারে॥
যেই জন নিজ পতি করয়ে নিন্দন।
বিটপ পুরুষ সনে করয়ে মিলন॥
এই দুই জনে স্বর্গে না করিবে বাস।
বিচারি মনেতে ভাব দুই দিকে নাশ॥
এই কথা ইতিহাস শুন হে অর্জ্জুন।
অন্য গুরু কাছে আর না পাইবে কর্ণ॥

মুখেতে শিখিবে মন্ত্র না করি বারণ।
এই মম কথা বড় করিবে ধারণ॥
সেই যদি বলে আমি কৃষ্ণ নামে রত।
তাহাদের কার্য্য দেখি বাণিজ্যের মত॥
সর্ব্বদা যে জন করে এই মত প্রায়।
আপনার গৃহে অগ্নি বস্ত্রে কি নিবায়॥
স্বর্ণ রৌপ্য ধাতু দ্রব্য যত তার মুল্য।
মম নাম হতে কি তাহার সমতুল্য॥
আর যত কথা দেখ সে সকল মিথ্যা।
শুন হে অর্জ্জুন তুমি বলিব ব্যবস্থা॥
আপনি অর্জ্জিলে পাপ আপনার দোষে।
কারে কিবা দিবে দোষ মরে অবশেষে॥
বেদ বিদ্যা মহাশাস্ত্র পড়ে যেই জন।
অন্তরেতে হরি নাম না থাকে কখন॥
যেইজন কৃষ্ণনাম অন্তরে রেখেছে।
রাম নাম ভুবণে সে অমর হয়েছে॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা নাহি যোগ লগ্ন।
বেদ মুখে শুনিয়াছি সকলি যে পূর্ণ॥
স্থির মন করি যেবা জপে হরিনাম।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই পুরে মনস্কাম॥
লক্ষ লক্ষ বার ব্রত যে জন আচারে।
যাগ যজ্ঞ আদি করি সমস্ত বিচারে॥
নামের মহিমা কেহ নাহি জানে ভেদ।
সহস্র যোজনে যথা আছে চারি বেদ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা নাম নাহি স্মরে।
তাহার সমান পাপী না দেখি সংসারে॥
চণ্ডাল হইয়া যেবা বিষ্ণু করে ধ্যান।
ব্রাহ্মণ তাহার সম না করিহ জ্ঞান॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা চারি বেদ পড়ে।
মম নাম প্রতি তার মন নাহি বাড়ে॥
নাম আশ্রে না করিয়া যদি পড়ে বেদ।
শূকরে কি জানে তাহা ব্যঞ্জনের ভেদ॥
বেদ ব্রহ্মা বলিয়া যে জগত বিখ্যাত।
নাভী কমলেতে আমি করিয়াছি জাত॥
সামান্য দিনের কথা শুন ধনঞ্জয়।
কোটীএ ব্রহ্মাণ্ড গেলে নাম নাহি ক্ষয়॥
বিষ্ণুকূটে মায়া করি, জগত ভিতর।
মম নামে আমাকে যে হয় অগোচর॥
কলিযুগে জন্ম আমি হই শতবার।
যদি কোটী যুগ যায় নাম হবে সার॥
মম নামে অন্ত নাহি অনন্ত মহিমা।
অন্ত না করিতে পারে হরি হর ব্রহ্মা॥
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়া যোগী যায় নাশ।
কখন না জানে সেই নামের পিয়াস॥
গীতামৃত সার হয় অমৃত লহরী।
মম কিবা শক্তি আছে বর্ণিবারে পারি॥
অর্জ্জুনের গীতামৃত শুনে যেই জন।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ খণ্ডন॥

সদা দিন হরিনাম যে করে কীর্ত্তন।
অনায়াসে পায় সেই যুগল চরণ॥
যুগল চরণ আমি হৃদ মাঝে ধরি।
এই পদ ভাবিতে ভাবিতে যেন মরি॥
শ্রীহরির পাদপদ্ম করি আমি সার।
ইহকাল পরকাল হইবে নিস্তার॥

পাপ পুণ্য ফলাফল কথন।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
কিরূপে তোমাকে আমি পাইব এক্ষণ॥
শ্রীহরি বলেন শুন অর্জ্জুন সুধীর।
বৈকুণ্ঠ ভবনে মম মন নহে স্থির॥
অষ্টাঙ্গ যোগেতে যেবা করে যোগ ধ্যান।
তাহার কাছেতে মম নাহি হয় স্থান॥
যেখানেতে ভক্তগণ নাম করে গান।
সেখানেতে তুমি মম পাইবে সন্ধান॥
বহু শাস্ত্র পড়ে যেবা ভ্রময় সংসারে।
আসনে বসিয়া একা নাম যেবা করে॥
এ সকল না বুঝিয়া তীর্থ পর্য্যটন।
মহাকাল ফলে কি অমৃত আস্বাদন॥
নাম না জানিয়া যোগী যোগ মার্গ করে।
ব্রহ্মাদি হইলে বেদ পড়ে পড়ে ফেরে॥

নামের মহিমা কেহ না জানে কখন।
নামেতে হয়েছে মগ্ন দেব পঞ্চানন॥
শ্মশানে মশানে বুলে জপে রাম নাম॥
রাম নামে মত্ত হোয়ে বিষ করে পাণ।
পূর্ব্বেতে বাল্মিকী মুনি মহাপাপী ছিল।
রাম নামে যুক্ত হয়ে সুখেতে রহিল॥
নাম মম যেবা জপে তারে করি দয়া।
সে ভক্তের প্রতি কভু নাহি করি মায়া॥
সেই ভক্ত জানে মোরে আমি জানি তারে।
নাম হীন যেইজন জানিবে কি মোরে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী হয় মম অর্দ্ধ আত্মা।
সে সকল নাহি জানে নামের মাহাত্ম্য॥
চন্দ্র সূর্য্য ব্রহ্মাদি পবন আদি যত।
নবগ্রহ আদি করি সাতাইস নক্ষত্র॥
নামাশ্রয় না করিয়া না পারিল ধরি।
বিষয়েতে মত্ত হয়ে না ভজিল হরি॥
জলধির অধিপতি বরুণ রাজন।
নাম সিদ্ধ করি কণ্ঠে করেছে ভুবন॥
কুবের নির্ধন হয় নাম না ধরিলে।
ইন্দ্রত্ব তুটিয়া যাবে নাম না ভজিলে॥
নামাশ্রয় করিয়া বাসুকী নৃপবর।
সপ্তদ্বীপ সপ্ত নদী ধরেছে সত্বর॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ জানে ভুষণ্ড মহেশ।
মুনিগণ জানে সেই নাম সবিশেষ॥

অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
পাপ পুণ্য ফলাফল শুনিবারে মন॥
শত পাপ হয় যার পায় বড় দুঃখ।
সহস্র পাতকী যেবা বদ্ধ হয় মুখ॥
লক্ষে পাপ করে যেবা কুষ্ঠ ব্যাধি ধরে।
শত লক্ষ পাপ হলে কর্ণ রুদ্ধ করে॥
দশ লক্ষ পাপ যেবা করে আচরণ।
ভিক্ষা মাগে সদা দিন উদর পোষণ॥
যার এক কোটি পাপ হয়েছে পূরণ।
চক্ষু হীন হয় তার শুন হে রাজন॥
মহাপাপ করে যেবা শত জন্ম ভিক্ষা।
দরিদ্র জনের পাপ নাহি হয় সংখ্যা॥
দুই কোটি পাপ যেবা করে আচরণ॥
পুত্র হীন হয় সেই নাহি নিস্তারণ॥
যেই দিন পুত্র হীন দেখিবে বদন।
স্বর্ণ দানে তার পাপ হইবে খণ্ডন॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
পুত্র হীন পাপ কিশে হইবে খণ্ডন॥
ইহকাল পরকাল না হইল পার।
সেইজন কিশে হবে পাপেতে নিস্তার॥
শ্রীহরি বলেন তার নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান।
শত জন্ম যমের কাছে নাহি পরিত্রাণ॥
উহার উপায় আছে শুন দিয়া মন।
পুত্র হীন যদি হরি করে আরাধন॥

পুত্র হীন পাপ তার নাহিক নিস্তার।
নামাশ্রয় কর যদি সংসার উদ্ধার॥
মম ভক্তগণে যদি করিবে সেবন।
পুত্রহীন পাপ তার হইবে খণ্ডন॥
ভক্তগণে যদি সেবা করে পুণ্যফলে।
পুত্রহীন কষ্ট তার যাবে ক্ষিতিতলে॥
ভক্ত মম প্রাণবন্ধু ভক্ত মম প্রাণ।
দুই জনে এক আত্মা নাহি ভিন্ন জ্ঞান॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি সংসারের সার।
পুত্র হীন ভক্ত তবে কিশে হবে পার॥
তব আজ্ঞা না হইলে তরিবে কেমনে।
কিশে পার হবে সেই পুত্রহীন জনে॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে নারায়ণ।
মম আজ্ঞা বিনে তৃণ না চলে কখন॥
মম ভক্তে সেবা করি পাবে মোক্ষ ফল।
তবে ত পাইবে মম চরণ কমল॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যাবে সেই জন।
পুত্র হীন পাপ তার না রবে কখন॥
অর্জ্জুনের গীতামৃত সর্ব্বশাস্ত্র সার।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবে হবে পার॥
যেন তেন প্রকারেণ মনে কৃষ্ণ রাখ।
ভক্তিভাবে জগন্নাথে পুনঃ পুনঃ ডাক॥
গৃহবাস বড় ক্লেশ এড়াইবে কিশে।
কলেবর জর জর কাল অবশেষে॥

নিরন্তর কালচক্র ফিরে পিছে পিছে।
বিনা হরিনামে তরি আর কিবা আছে॥

পুত্রহীন ব্যক্তির পাপ খণ্ডন এবং
ব্রহ্মস্ব হরণের ফলাফল।

অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু ভগবান।
সংসারেতে পুত্র হীন আছে বহুজন॥
পুত্রহীন যদি পাপী হইল সকলে।
পুণ্যবন্ত কারে তুমি বলিলে ভুতলে॥
সংসারের সার তুমি জগত ঈশ্বর।
পাপ পুণ্য ভাল মন্দ তোমার গোচর॥
শ্রীহরি বলেন শুন অর্জ্জুন সুধীর।
তব সমানেতে ভক্ত নাহি দেখি আর॥
একমনে যেই মোরে করিবেক ধ্যান।
সংসারেতে নাহি তার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান॥
মম নাম সদা দিন যে ভাবে মনেতে।
পুত্র হীন যদি হয় যায় বৈকুণ্ঠেতে॥
অর্জ্জুন বলেন তথা শুন ভগবান।
অগতির গতি প্রভু করুণা নিদান॥
ভক্তগণে কর দয়া প্রভু চক্রধর।
ভিন্নাভিন্ন নাহি কিছু তোমার অন্তর॥
যত জন তব পদে ভক্তি আশ্রে করে।
তব পদ ছাড়ে যদি অন্তপদ ধরে॥

এ সকল জনের কি গতি কর হরি।
এ সকল কথা প্রভু বলহে বিস্তারি॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
ভক্ত মধ্যে বড় ছোট কখন না হয়॥
পৃথিবী সৃজন কথা মনেতে বিচারি।
সমুদ্র হিল্লোল কিবা গণিবারে পারি॥
যেই জন যেই ভাবে ভজে সর্ব্বক্ষণ।
তারে সেইরূপ ভাবে করি যে পালন॥
হস্তের পঞ্চমাঙ্গুলি না হয় সমান।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কি হয় হে সমান॥
শক্তি অনুসারে পাখি শূন্যে যায় উড়ে।
যার মত যেবা কাজ সেই মত হুড়॥
ছোট সনে বড় কিবা হয় সমতুল্য।
স্বর্ণ সম পিত্তল কি হয় তার মূল্য॥
ভৃত্যের সঙ্গেতে প্রভু না হয় সমান।
কার্য্য অনুসারে তাকে অর্থ করে দান॥
দিন চারি ভৃত্য খেটে পলাইয়া যায়।
চার দিন খাটিয়া সে বৎসর কি খায়॥
নিযুক্ত হইয়া যেবা সদাদিন থাকে।
প্রভুর শরীরে দয়া হইবে তাহাকে॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি শুন হে শ্রীহরি।
সংসার বিষয়ানল মোরে কর পারি॥
গো বধাদি নারী বধ ব্রহ্মবধ আর।
ব্রহ্মস্ব হরণ করে কত পাপ তার॥

কতদিন কষ্ট কাল হইবে বিনাশ ॥
ভিন্ন ভিন্ন করি মোরে বল শ্রীনিবাস ॥
শ্রীহরি বলেন শুন বলিব বিস্তারি।
তুমি মম শ্রেষ্ঠ ভক্ত আমি যে তোমারি ॥
গো বধ করিলে পাপ চারি যুগ থাকে।
যত দাস কয়ে সেই পড়ে সে বিপাকে ॥
চারি যুগ ভোগে সেই পাপের তাড়ন।
কোন কালে নাহি হয় বিপদ নাশন ॥
নারী বধ মহাপাপ করে যেই জন।
যমের তাড়না তার না হয় খণ্ডন ॥
ইহকাল পরকাল নাহি তার গতি।
চারি যুগ হবে তার নরকে বসতি ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ করে কোটী কল্প ক্ষয়।
ব্রহ্মস্ব পাপের কথা সংখ্যা নাহি হয় ॥
ব্রহ্ম ঋণ না শুধিলে সংসারে ন তরে।
গরল ভক্ষিয়া যেন সংসারেতে মরে ॥
পুত্র আদি কন্যা যত আছয়ে গৃহেতে।
সকলে পাপের ভাগি যাবে এক সাথে ॥
বিষয় ব্রহ্মস্ব পাপ করয় সংহার।
ইহকাল পরকাল গতি নাহি তার ॥
কৃষ্ণ নামামৃত পান যেইজন করে।
আপনি শমন রাজা কি করিতে পারে ॥
ভক্তি বিনা হরিপদ কেহ নাহি পায়।
সকলের মূল ভক্তি কহিনু সবায় ॥

নানা ঋণ শোধ কথন।

অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
ব্রহ্মস্ব হরণ কথা বল বিবরণ॥
ধন যার ছিল সেই শোকে ব্রহ্ম ধার।
যার নাই ধন ধান্য তার কি প্রকার॥
এই জন্মে তার কর্ম্মে অর্থ না পাইল।
অন্তকালে সেইজন কি করিবে বল॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
ইহার বৃত্তান্ত আমি বলিব তোমায়॥
ধন গৃহে রাখি সেবা না শুধিল ঋণ।
তার পাপ থাকে দেহে বাঁচে যত দিন॥
যদি থাকে ধন জন নাহি থাকে বাস।
সে জনের যত পাপ বলি ইতিহাস॥
বহু কষ্ট করি ধন করে উপার্জ্জন।
ব্রহ্মস্ব শোধিবে বলে শুন মনে মন॥
ধনহীন জনের জীবনে নাহি আশ।
কর্ম্মের বিপাকে তার বুদ্ধি হয় হ্রাস॥
উপার্জ্জন করে ধন গৃহে নাহি থাকে।
কুটুম্বের জঞ্জালেতে মরে মন দুঃখে॥
উপার্জ্জন করে ধন কিছু নাহি থাকে।
ভগ্ন বান্ধে জল কি সে কখন আটকে॥
চিন্তায় আকুল বড় হয় সদা দিন।
কেমনে শুধিবে সেই ব্রাহ্মণের ঋণ॥

চিন্তা জ্বর হয় তার ভাবে রাত্রি দিন।
ব্যাধিতে পীড়িত হয় দেহ করে ক্ষীণ॥
রোগ হলে ঔষধ দেয় বৈদ্য নাড়ী ধরে।
চিন্তাজ্বরে বৈদ্য সেই কি করিতে পারে॥
চিন্তাজ্বরে ঔষধ না মিলে কোনকালে।
যেখানেতে দুঃখী যায় দুঃখ তার কপালে॥
সাধু লোকে কোন চিন্তা নাহি কোনকালে।
ঋণ করে যেই জন দুঃখ তার কপালে॥
ঋণ না শুধিয়া যেবা করে দান ধ্যান।
কুমারের চক্র যেন ঘুরে তার প্রাণ॥
জীবরূপে সংসারেতে আছে যত জন।
বড় ছোট যেবা যত চিন্তা তার মন।
সকল জীবের চিন্তা আছয়ে শরীর।
সকলের চেয়ে চিন্তা আছে নৃপতির॥
নৃপতির চিন্তা বড় রাজ্যের কারণ।
তাহার অনেক চিন্তা না যায় লিখন॥
মহাজনের ভয়ে ত্রাসে পলাইয়া যায়।
ঋণ পাপ তাহার যে পাছেতে গোড়ায়॥
রাজ্যের যতেক পাপ রাজ শিরে থাকে।
গোশাইঁর যত পাপ শিষ্য মাথে লিখে॥
যেখানেতে জল তোলে সেখানে বরষে।
বৃষ্টি জল যত হয় সমুদ্রেতে মিশে॥
গোবধাদি নারী বধ যেই জন করে।
রাজ্যের নৃপতি যত থাকে তার শিরে॥

যত বড় লোক তার তত বড় চিন্তা।
সৃজন করিয়া আছে সেই যে বিধাতা॥
নৃপতি যে করে ঋণ সদাগর কাছে।
তাহার মনেতে চিন্তা সদা দিন আছে॥
ঋণ করে যেই জন সে বড় অধম।
কাল ফাঁসি আছে গলে বাঁচি যতদিন॥
রাত্রি দিবা ঘুরে সেই হয় মতিভ্রম।
মহাজনে দেখে বলে এল যম যম॥
মহাজন গিয়া তথা করেন ভৎসন।
নানা মত প্রবোধ যে দিয়ে ঘন ঘন॥
খাতকে ধরিয়া সেই করয় যে দণ্ড।
সবান্ধব সহিত তার করে লণ্ডভণ্ড॥
খাতক দরিদ্র হয় মহাজনের চিন্তা।
কেমনে শুধিব ঋণ মনে বড় ব্যথা॥
এই মত দরিদ্রের আটক না করে।
দরিদ্র খাতক যেন বৃক্ষ সম মরে॥
মহাজনের যদি হয় মন গঙ্গাজল।
মরা বৃক্ষ পল্লবে যে ধরে ফুল ফল॥
জীবন থাকিতে বৃক্ষে দিবে লয়ে জল।
শুষ্ক বৃক্ষে জল দিয়ে হয় কিবা ফল॥
নিদান কালেতে যোগী দেখ চেষ্টা করে।
যতক্ষণ প্রাণ আছে না ছাড়ে তাহারে॥
খাতক দরিদ্র যদি হয় সদা দিন।
সারাদিন পেট পোষে করিয়া সে ঋণ॥

আবাদ করিয়া চাষ না হয় ফসল।
বিচারি বুঝহ মনে আছে কোন ফল॥
কুম্ভকার যেমন চক্রেতে ভরে মাটী।
অতি যত্নে গড়ে হাণ্ডি করি পরিপাটী॥
যখন তুলয় হাণ্ডি চাকার উপরে।
ভগন হইলে হাণ্ডি বুঝহ সংসারে॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
মহাজন দিল যাহা সব অকারণ॥
হস্তে তুলি দিলে ধন কেমনে ছাড়িবে।
তুমি না বুঝালে মোরে কে আর বুঝাবে॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে নারায়ণ।
আর কত বুঝাইব তোমারে এখন॥
সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম থাকে সর্ব্বদিনে।
অধর্ম্ম পদার্থ যত যায় অকারণে॥
যদি সে পদার্থ হয় ধর্ম্মেতে সঞ্চার।
কিশেতে খাতক সেই হয় ছারখার॥
শ্রীহরি বলেন শুন অর্জ্জুন সুধীর।
সত্যেতে পদার্থ যত হইবে যে চির॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
এই যে খাতক পাপ না করে এখন॥
মহাজনের ঋণ শোধে করেছিল আশ।
খাতকের দোষ নাহি নাহি চাষবাস॥
কোন কোন জনে লাগে পাপের সঞ্চার।
এই কথা কহ প্রভু যশোদা কুমার॥

গীতামৃত সার তত্ত্ব শুনে যেই জন।
রোগ শোক পাপ তাপ দুঃখ বিমোচন॥
জন্মিয়া ভ্রান্তভ্রমে বৃথা কাল যায়।
যে জন চতুর হয়ে ভজে কৃষ্ণ পায়॥
ভকতি শ্রদ্ধাতে যেবা কৃষ্ণ বলি বলে।
বনমালা সম কৃষ্ণ তার গলে দুলে॥
শুন শুন সাধুজন নামের মহিমা।
শুকদেব নারদাদি দিতে নারে সীমা॥
অন্তরেতে নাম যারা সদা করে গান।
সেইজন মুক্তি পায় লভে দিব্য জ্ঞান॥

—:*:—

সদসৎ ঘাতকের মুক্তি কথন।

—:০:—

অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলে প্রভু ভগবান।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি অপূর্ব্ব সন্ধান॥
আছয়ে খাতক যত মনে তার সুখ।
ঋণ শুধিবার কথা মনে নাহি দুঃখ॥
দুঃখ সুখ নাহি করে মনের অলসে।
মনের আনন্দে সেই আছে গৃহবাসে॥
মহাজনের দ্রব্য লইয়া অপরেতে দান।
বাজার করিয়া সেই খায় মতিমান॥
ছড়ি হাতে বেড়ায় পথে সুখেতে মগন।
ঋণ কথা কখনি না ভাবে মনে মন॥

সাধুসনে আলাপ নাহিক কোনকালে।
মহাজনের দ্রব্য লইয়া নারী আনে ভুলে॥
কেহ কোন যুক্তি দিলে যুক্তি নাহি মানে।
জুয়াখেলা করে যথা জুয়াচোর সনে॥
এমত খাতক যত অধর্ম্ম তাহার।
পরকালে গতি নাহি নাহিক নিস্তার॥
আর যে খাতক আছে কিছুই না পায়।
অন্তকালে মাগে যদি তারে কেবা দেয়॥
বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভ হতে পুত্র না জন্মায়।
সেইমত নিরাশা যে সাধু মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু আর এক কথা।
শুনিতে বাসনা মম মনে বড় চিন্তা॥
সাধু যে পদার্থ লয়ে খাতকেরে দিল।
জীবন নির্ব্বাহ জন্য হস্ত পাতি নিল॥
স্বগোত্র পোষণ করে সাধু ধন দিয়া।
মনেতে বিচার করে ভাবার্থ বুঝিয়া॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর চূড়ামণি।
পরম সিদ্ধান্ত কথা জিজ্ঞাসিলে তুমি॥
সেই যে খাতক কাছে দ্রব্য দিল যত।
পূর্ব্বজন্মে তার কাছে সে দ্রব্য রাখিত॥
সেই যে খাতক কাছে দিয়াছিল পূর্ব্বে।
এক্ষণে শোধিল তার শোধে যেই ভাবে॥
উধারের ধার সেই শোধিল তাহারে।
পাপ না লাগিল আর তাহার শরীরে॥

এ সকল কথা মম ভাল লাগে চিত্তে।
এই যে ব্রহ্মাণ্ড আমি ধরি গর্ভগতে॥
সাধু খাতকের কথা কিবা মিথ্যা আছে।
এ সকল কথা মম মনেতে ধরেছে॥
আমি অন্তর্য্যামী হোই সর্ব্ব চরাচরে।
পূর্ব্ব জন্মের পাপ যত আমার গোচরে॥
পূর্ব্ব জন্মে যত দ্রব্য দিয়া ছিল তারে।
এ জন্মে শোধিল ধার জন্মিয়া সংসারে॥
তার দ্রব্য যদি হয় সে লইতে বলে।
তার সেই দ্রব্য নয় কিশে তারে মিলে॥
যার দ্রব্য তার হয় শুনহে সকলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ভূতলে॥
যার যেই দ্রব্য আমি করি বিতরণ।
যাহার যেমন ভক্ষ মিলাই তেমন॥
জীবগণ যত আছে সংসারেতে বাস।
মম হস্তে সকলে যে করিয়াছে আশ॥
আমি যদি নাহি দিব সে কোথা পাইবে।
অনাহারে যদি থাকে দোষ নিতে হবে॥
রোপণ করিয়া বৃক্ষে নাহি দিলে জল।
জল নাহি দিলে বৃক্ষ হোইবে বিফল॥
জল দিলে যদি বৃক্ষ না বাঁচে জীবন।
সেজন্যতে কষ্ট মম শুনহে কারণ॥
পুত্র জাত করি যদি বধ করে পিতা।
তারে লাগিবেক পাপ অন্যের কি চিন্তা॥

এই যে সিদ্ধান্ত কথা বলিলাম তোমারে ।
সুখ দুঃখ যত কথা না লাগে অন্তরে ॥
আমা হতে অশেষ ব্রহ্মাণ্ডে কেবা আছে ।
সংসারেতে যত জীব আমারে ধরেছে ॥
সকল জীবের দেহে আমি অধিষ্ঠান ।
লক্ষ্মী লয়ে সঙ্গে আমি করি অবস্থান ॥
অধর্ম্মেতে যেই জন করে উপার্জ্জন ।
সেই ধন দরিদ্রেরে করি বিতরণ ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু জানি ভাল মতে ।
থাকে বা না থাকে ধন দাও যে ত্বরিতে ॥
এ সকল শুনিলেন অর্জ্জুন সুমতি ।
ধন্য হে তোমার লীলা অগতির গতি ॥
তব শ্রীমুখেতে শুনি যে সকল কথা ।
সকল বিপদ নাশে গেল মন ব্যথা ॥
আর এক কথা মম শুন হে শ্রীহরি ।
অধর্ম্ম কোথায় যাবে বল হে বিস্তারি ॥
কি কারণে ধর্ম্ম কথা হইল স্থাপন ।
এই কথা শুনিতে বাসনা মম মন ॥
গীতামৃত সার তত্ত্ব করি যে বিখ্যাত ।
সাধুজন কাছে আমি করি প্রণিপাত ॥
এই গীতা যেই জন করয়ে শ্রবণ ।
অন্তকালে পায় সেই শ্রীহরি চরণ ॥
কৃষ্ণনামামৃত পান যেইজন করে ।
আপনি শমন রাজা কি করিতে পারে ॥

দানফল ও চণ্ডালের লক্ষণ।

অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে নারায়ণ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত কথা শুন বিবরণ॥
সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম দয়াতে বিখ্যাত।
ক্ষমা যেই করে ধর্ম্ম তাহার সাক্ষাত॥
রাগ হিংসা ক্রোধ আদি যেই জন করে।
সে সকল যত জন ধর্ম্ম নাশ করে॥
কৃষ্ণনাম যেই জন না শুনে শ্রবণে।
চণ্ডাল বলিয়া তারে শাস্ত্রেতে বাখানে॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু চক্রপাণি।
চণ্ডালের কথা যদি বলিলে আপনি॥
এহার তদন্ত কথা বল নারায়ণ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচন॥
অর্জ্জুনের কথাতে সন্তুষ্ট ভগবান।
কৃপাকরি বলিলেন করুণা নিদান॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা বেদ নাহি পড়ে।
ক্রিয়া হীন ধর্ম্ম হীন সর্ব্ব পথ ছাড়ে॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা ত্রিসন্ধ্যা না করে।
চণ্ডাল সমান সেই জানহ সংসারে॥
এই মত যত জন চণ্ডালেতে গণি।
শুন হে অর্জ্জুন তুমি শাস্ত্রের বাখানি॥
দন্ত না মার্জ্জনা করি করয়ে ভোজন।
পদ ধৌত না করিয়া দেবতা পূজন॥

এ সকল জনেরে চণ্ডাল মধ্যে গণি।
চণ্ডালের কথা তুমি শুনহে ফাল্গুনী॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রতি যে না যত্ন করে।
পরকালে সেই লোক নরকে সঞ্চরে॥
চণ্ডাল বলিয়া তারে সকলে বাখ্যানে।
অন্ত চণ্ডালের কথা বলিব এক্ষণে॥
ষষ্ঠ মাস গর্ভবতী নারী যেবা হরে।
চণ্ডালের অধম সকলে বলে তারে॥
স্বহস্তেতে অগ্নি লয়ে বন যদি পোড়ে॥
মদ্যপানে মত্ত হয়ে ভূতলেতে পড়ে॥
গাভীর বৎসকে যেই করে ভিন্ন ভিন্ন।
এ সকল জনে হয় চণ্ডালেতে গণ্য॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
গাভী বৎস ভিন্ন দোষ কিসের কারণ॥
এই কথা বিচারিয়া মাধব বলিবে।
গাভী বৎস একত্রে কেমনে দুগ্ধ দিবে॥
পুত্রে জন্ম করে মাতা রাখে সেই কোলে।
বৎসকে না দেখে গাভী না থাকে নিরোলে॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে ভগবান।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে শুন তত্ত্বজ্ঞান॥
গাভীকে বন্ধন করি যেখানে রাখিবে।
বৎসকে লইয়া তার কাছেতে বান্ধিবে॥
বৎসকে দেখিয়া গাভী না করিবে দুঃখ।
পুত্রকে দেখিয়া যেন মাতা মনে সুখ॥

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তার না থাকিবে আর।
শুন হে অর্জ্জুন তুমি শাস্ত্রের বিচার॥
এইরূপ ভাবে যেবা করে সদা দিন।
একাগৃহে রাখ তারে মুখে দিয়া তৃণ॥
মাতা পুত্রে দেখাদেখি হবে দুইজন।
একা গৃহে দুই জনে করিবে বন্ধন॥
পক্ষী মধ্যে অধম যে কাক পক্ষী হয়।
পশু মধ্যে অধম যে গর্দ্দভ আছয়॥
গোবৎসাদি জল খায় গিয়া সরোবরে।
হেনকালে কেহ যদি তাড়ায় তাহারে॥
সেই সে চণ্ডাল হয় শুন বিবরণ।
এইরূপে সংসারেতে করে আচরণ॥
তৈল অঙ্গে লাগাইয়া যে না করে স্নান।
তাহার শরীর হয় মৃতের সমান॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
যে কথা বলিলে তুমি বুঝিলাম এখন॥
আর এক কথা মম শুন হে শ্রীহরি।
কোন দানে কিবা ফল বলিবে বিস্তারি॥
কি দান করিলে লোকে কিবা ফল হয়।
বলিবেন মহাপ্রভু হইয়ে সদয়॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে বলিব তোমায়॥
দশ গাভী দান করে যত ফল পাবে।
এক ধেনু দানে ফল সেইরূপ হবে॥

দশ ধেনু দান করে ফল হয় যত ।
এক বৃষ দান করে ফল হয় তত ॥
এক কন্যা দান দিলে যত ফল হয় ।
দশ কন্যা দান করে সে ফল উদয় ॥
অন্নদান বস্ত্রদান যেই জন করে ।
এ সমানে দান আর নাহিক সংসারে ॥
এ সমস্ত দান যেবা করে আচরণ ।
অন্তকালে পায় সেই যুগল চরণ ॥
ইহার সমান কেহ নাহিক ভূতলে ।
সেই জন সুখে থাকে এ মহী মণ্ডলে ॥
তাহা শুনি অর্জ্জুন বলেন নারায়ণে ।
আর এক কথা মম পড়ে গেল মনে ॥
কিবা আসনেতে হয় কিবা ফলোদয় ।
এ সকল তত্ত্ব কথা বল মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর চূড়ামণি ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে গীতামৃত বাণী ॥
বস্ত্রের আসন যার দরিদ্র সে হয় ।
সদা দিন দুঃখ তার জানিবে নিশ্চয় ॥
পাথর আসন যার হয় তার রোগ ।
মৃত্তিকা আসন যার তার দুঃখ ভোগ ॥
কাঠের আসন যার নাহি ফলাফল ।
শুন হে অর্জ্জুন তার সকল নিষ্ফল ॥
এই চারি আসনেতে হয় বড় দুঃখ ।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইথে নাহি কোন সুখ ॥

আর যত আসনের শুন বিবরণ।
বিস্তারি বলির আমি স্থির কর মন॥
কৃষ্ণাঞ্জন আসনেতে ধর্ম্ম পুত্র বাড়ে।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম আসনেতে সঙ্কটে না পড়ে॥
কুশের আসন যার জ্ঞান শুদ্ধ হয়।
কমল আসন যার চতুর্ব্বর্গ পায়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
অকালেতে কোন খানে না মিলে আসন॥
যেখানে আসন নাহি করি কি সেখান।
ইহার উপায় প্রভু বল নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন শুন ইহার উপায়।
দ্বাদশ আঙ্গুল তৃণ আসন যে হয়॥
তৃণ লয়ে সেখানেতে করিবে আসন।
আসন হইবে শ্রেষ্ঠ আমার বচন॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
কি মালাতে কিবা ফল শুনিবারে মন॥
শ্রীহরি বলেন শুন ভরত সুজন।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে অপূর্ব্ব কথন॥
রেখাতে যে জপ করে অষ্টগুণ হয়।
দশ গুণ মতি মালে জানিবে নিশ্চয়॥
শঙ্খমালে জপে যেবা দ্বাদশ নিপুণ।
স্ফটিকের দশ লক্ষ শুন হে অর্জ্জুন॥
দুশ গুণ হয় জপ করিলে প্রবালে।
কোটি গুণ হয় জপ সুবর্ণের মালে॥

জপিলে কুশের মাঝে দশ কোটি হয়।
পদ্মেতে পনর কোটি শুন ধনঞ্জয়॥
রুদ্রাক্ষের বায় কোটি শুন বিবরণ।
তুলসী মালেতে ফল না হয় লিখন॥
অন্তরেতে যেই জন করয়ে ভজন।
তাহার সমান মালা না হয় কথন॥
মালা জপ করে যেবা বিষয় কারণ।
অন্তরেতে ভক্তি নাহি নিষ্কাম জীবন॥
যেই জন অন্তরেতে ভজে রাত্রি দিনে।
সেই সে আমার ভক্ত যাবে বৃন্দাবনে॥
দেখাদেখি যেই জন মালা লয়ে হাতে।
পথে পথে যায় চলে শিষ্য ভাণ্ডাইতে॥
অন্তরেতে ভক্তি নাহি কেবল আড়ম্বর।
ভক্তি হলে মুক্তি পায় নাহি জানে নর॥
শুন হে অর্জ্জুন তুমি ভক্তিতত্ত্ব সার।
ভক্তিহীন জনের যে নাহিক নিস্তার॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তখন আনন্দিত মন।
লোটাইয়া ধরে গিয়া শ্রীহরির চরণ॥
আর এক কথা প্রভু বল কৃপা করি।
কি দ্রব্য ছুইঁলে জলে দোষ নাহি ধরি॥
এহি কথা বিস্তারিয়া বল নারায়ণ।
শুনিতে বাসনা মম হইয়াছে মন॥
শ্রীহরি বলেন বিড়ালের দোষ নাহি॥
নরকে মুখ দিয়া সে দেয় ঠাঁই ঠাঁই।

দেবতার ভোগে গিয়া দেয় সেই সুখ।
দেবতা সন্তুষ্ট তাহে মনে বড় সুখ ॥
এ সকল দোষে কোন দোষ না ধরয়।
কথাতে যে থুথু পাড়ে সেই কিছু নয় ॥
এ সকল কথাতে যে পাপ নাহি ধরে।
পুরাণ বিস্তারি আমি বলি যে তোমারে ॥
যবন রমণী সনে শূদ্রের মিলন।
অসবর্ণ যোগ ইথে নাহি পাপ পুণ্য ॥
এক বৃক্ষে দুই জনে করে আরোহণ।
এক ডালে শূদ্র থাকে দ্বিতীয়ে যবন ॥
ভূমিতে শয়ন করে শূদ্র ও চণ্ডাল।
দ্বাদশ আঙ্গুল ছাড়া আছে চিরকাল ॥
বিচারি দেখিলে দোষ নাহি কোন মতে।
নৌকায় চণ্ডাল শূদ্র আছে দিবারাতে ॥
এ সকল জনের যে দোষ নাহি ধর।
দেব যাত্রা কুরুক্ষেত্র সব একাকার ॥
শকটে শূদ্র চণ্ডাল করে আরোহণ।
এ সকল দোষাদোষ না হয় কথন ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তাহা আনন্দিত মন।
লোটাইয়া ধরে তথা শ্রীহরি চরণ ॥
শ্রীহরি যে অর্জ্জুনের কথোপকথন।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচন ॥
গীতামৃত সার তত্ত্ব জগতের সার।
শ্রবণে অশেষ ভক্তি ভবে হবে পার ॥

একাদশী মাহাত্ম্য বর্ণন।

—:o:—

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
গীতামৃত সার তত্ত্ব পুরাণ কথন॥
পুনর্ব্বার অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে নারায়ণে।
কিবা দোষ হয় বল পর স্ত্রী গমনে॥
পর স্ত্রীকে যেবা হরে তার কিবা ফল।
ইহার আদ্যন্ত কথা বলহ সকল॥
এ সকল জনের যে কিবা হয় গতি।
প্রকাশ করিয়া মোরে কহ দাশরথী॥
তাহা শুনি শ্রীহরি যে বলে বিস্তারিয়ে।
শুন হে অর্জ্জুন তুমি একমন হয়ে॥
যেই মূঢ় না মানিয়া অপরে গমন।
অবশ্য হইবে সেই নরকে পতন॥
যম দূত লয়ে তারে বন্ধন করিবে।
বন্ধন করিয়া তারে শিলা প্রহারিবে॥
তাহার ইন্দ্রিয় কাটি অগ্নিতে ফেলায়।
তথাচ তাহার পাপ খণ্ডন না যায়॥
লৌহ নারী তৈয়ার করিয়া সেইখানে।
অনলে পোড়ায়ে তারে আনিবে তৎক্ষণে॥
সেই নারী সঙ্গে তারে করাবে মিলন।
সেইমত দণ্ড তার যমের সদন॥
পূর্ব্ব জন্মে তার কোন পাপ লেশ থাকে।
এ জন্মের এই ফল ঘটিল তাহাকে॥

এই যে জন্মেতে তার চক্ষু হবে অন্ধ।
দেহে হবে কুষ্ঠ ব্যাধি নাশ যাবে স্কন্ধ॥
এক জন্মে পাপ করে শত জন্ম ফিরে।
কুল ধর্ম্ম যাবে নাশ ডুবিবে সংসারে॥
যম রাজা এইরূপ করিবে শাসন।
শিমুল বৃক্ষেতে লই করিবে বন্ধন॥
খণ্ড খণ্ড করি মাংস তাহার কাটিবে।
এইরূপ শত জন্ম অনলে ফেলিবে॥
পাপাচারী জনের বৈকুণ্ঠে নাহি স্থান।
যেই জন পাপ করে সে বড় অজ্ঞান॥
ইহকাল পরকালে নাহিক নিস্তারে।
ব্যাভিচারে সেই ব্যক্তি পাপে ডুবি মরে॥
অর্জ্জুন শুনিয়া বলে প্রভু নারায়ণ।
পুণ্যবান্ জনের ফল বলহ এক্ষণ॥
পুণ্যবান্ জনে কোথা করিবে বসতি।
এ সকল বিস্তারিয়া বল যদুপতি॥
পুণ্যবান্ জনের স্বর্গেতে হয় বাস।
সদা দিন আনন্দেতে হয় কৃষ্ণদাস॥
বিষ্ণুদূত লই যায় রথে বসাইয়া।
অলট চামর কত পাশেতে ধরিয়া॥
হরি হরি শব্দেতে চলেন সাধুজন।
বিষ্ণুদূত লই যায় আনন্দিত মন॥
আর তত্ত্ব বলি শুন পাণ্ডব নন্দন।
মম পদে ভক্তি যাতে সদা নাহি মন॥

সেই সর্ব্ব জনে আমি মৃত সম গণি।
এই মম সার কথা পুরাণে বাখানি॥
ব্রহ্ম জ্ঞানি যোগ যেবা করয়ে সাধন।
অন্তকালে পায় সেই যুগল চরণ॥
সেই মম ভক্ত বটে শুনহে ফাল্গুণী।
এই সার তত্ত্ব আমি বলিলাম এখনি॥
জাতি কুল বিচার না কর কোন কালে।
তরয় সকল পাপ যদি কৃষ্ণ বলে॥
মম নামে ব্রত হয় একাদশী সার।
এ ব্রত সমানে ব্রত নাহিক সংসার॥
নারায়ণ ব্রত এই জগতে বিখ্যাত।
এক চিত্তে ধ্যান কর প্রভু জগন্নাথ॥
এই ব্রত সংসারেতে যেই জন করে।
তার সম সাধু ভক্ত নাহি এ সংসারে॥
এহার তুলনা আছে শুন বিবরণ।
একজন জন্মেছিল পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
কোটী জন্মের পাপ তার আছয়ে শরীরে।
না ছিল তাহার মত সংসার মাঝারে॥
একদিন যমরাজা চিত্রগুপ্ত সনে।
মন্ত্রণা করয় তথা সভা বিদ্যমানে॥
কোন কোন পাপী আছে সংসার মাঝারে।
তাহারে আনিতে দূত পাঠাও সত্বরে॥
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রগুপ্ত পাঁজিতে দেখয়।
পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন মৃত্যু ঘটেছে নিশ্চয়॥

শুনিয়া সে যম রাজা ডাকে দূতগণে।
আজ্ঞা পেয়ে দূতগণ মিলিল সেখানে ॥
কর যোড় করিয়া বলেন দূতগণ।
কোন পাপী আনিবারে করিব গমন ॥
যম বলে আন সেই পাপীষ্ঠ পামরে।
অবিলম্বে যাও তোরা আনহ সত্বরে ॥
অস্ত্র লয়ে দূতগণ করিল গমন।
প্রবেশ হইল গিয়া পাপীর সদন ॥
সেই পাপী সদা দিন আছে মনসুখে।
হেনকালে দূতগণ মিলিল সম্মুখে ॥
তখনি তাহার মৃত্যু হল আগমন।
বল করে রাম নাম করে উচ্চারণ ॥
সেদিনেতে একাদশী করে লোক ব্রত।
রাম নাম জপে পাপী হইলেন হত ॥
তাহা শুণি যমদূত মনে ভয় করে।
তাহাকে ছাড়িয়া তথা পলায় সত্বরে ॥
যমের কাছেতে গিয়া করে নিবেদন।
রাম নামে সেই পাপীর হয়েছে মরণ ॥
তাহা শুনি যমরাজ মনে ভয় করে।
রাম নাম জপে যেবা আনিবে না তারে ॥
যমরাজ বলে এই বড় ভগ্যেবান।
লিখিতে না পারি আমি তাহার বাখান ॥
রাম নাম জপে এই হল ভাগ্যবান।
বৈকুণ্ঠেতে যাবে এই চাপিয়া বিমান ॥

রাম নাম ধরে জীব সংসারেতে তরে।
যেই লয় রাম নাম সংসারে নিস্তারে॥
লক্ষ কোটী গন্ধর্ব্বের রাম নাম গতি।
এই নামে মত্ত হয় আছে দিবারাতি॥
শীঘ্রে ছাড়ি দাও তারে শুন দূতগণ।
একজন স্থান পাবে বৈকুণ্ঠ ভবন॥
দূতগণ বন্ধন খুলিয়া তার দিল।
চিত্রগুপ্ত ভয়ে তার পাঞ্জি না লিখিল॥
এই পাপী পূর্ব্ব জন্মে যত পাপ করে।
একা রাম নামে তাহা সংসারেতে তরে॥
হেন কালে ব্রহ্মা গেল সে পাপীর কাছে।
হস্তে অর্ঘ্য লয়ে দাণ্ডাইল তার পাছে॥
ব্রহ্মারে দেখিয়ে মন্ত্রী ভয় করে মনে।
রাম নামের গুণ এই জানিলাম এক্ষণে॥
চিত্রগুপ্ত মনেতে ভাবনা করে আর।
পাপ পুণ্য কেমনেতে লিখিব এবার॥
একা রাম নামে পাপ সকলি সংহারে।
আমি বা কেমনে লিখি হস্তে পাঞ্জি ধরে॥
আর কেন থাকি আমি যমের সদনে।
রাম নামে মুক্ত হয়ে গেল সর্ব্বজনে॥
পাপীগণে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গেল।
চিত্রগুপ্ত নাম মম কোথায় রহিল॥
চিত্রগুপ্ত বসিয়া ভাবনা করে মন।
সেই পাপী বৈকুণ্ঠতে করিল গমন॥

শুনহে অর্জ্জুন তুমি নামের ভজন।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচন॥
বাম রত্নাবলী গ্রন্থ শুনে যেই জনে।
কখনি না যাবে সেই যমের সদনে॥
নাম বিনা গতি নাহি এ ভব সংসারে।
ভজহ কলির জীব না ছাড় নামেরে॥
নামকে ভজিলে পাবে গতি মুক্তি কাল।
যে না করে নামাশ্রয় তাহার নিস্ফল॥
শুন শুন সাধুজন করি নিবেদন।
মম মন থাকে যেন হরি শ্রীচরণ॥

কুলনাশ ও পঞ্চরত্নের কথন এবং পবনের গতাগতির বিবরণ।

হেনকালে অর্জ্জুন যে শ্রীহরি চরণ।
জিজ্ঞাসা করেন কুল হতের কারণ॥
পাপ পুণ্য সহ যার সংসারে উৎপত্তি।
কার হয় কুল নাশ বল যদুপতি॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি প্রভু নারায়ণ।
কুল হত হয় যার শুন দিয়া মন॥
মনে গর্ব্ব করে যেই তার কুল নাশ।
এমত জনের আমি করি সর্ব্বনাশ॥
নানাবিধ রোগ ধরে চক্ষু হয় হীন।
কীট পড়ে মরে সেই বাঁচে যতদিন॥

রাশি রাশি কেহ যদি তিল করে চাষ।
রাশিকৃত তিল হলে তার সর্ব্বনাশ॥
তৈল যন্ত্রে ভরে যদি তৈল করে আর।
তৈল লয়া হাটে যদি বসিয়া বিকায়॥
এইরূপ যেবা করে তার কুল নাশ।
কুলেতে কলঙ্ক হয় শেষে সর্ব্বনাশ॥
আর এক কথা বলি শুন ধনঞ্জয়।
বন্ধু বান্ধবেরে যদি ভৎর্সনা করয়॥
ধর্ম্ম হিংসা যেই জন করে সদাকালে।
এইরূপ জনে কুল না থাকে ভূতলে॥
যেই নারী স্বামী সনে করে সদা হিংসা।
স্বামীর সম্মুখে গিয়া কহে কটু ভাষা॥
বিশ্বাস না করে তারে শাস্ত্রেতে বাখানে।
পর পুরুষেরে মন থাকে রাত্রি দিনে॥
এমত জনের দেখ নাশ যায় কুল।
একুল ওকুল তার নাহি কুলাকুল॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু বংশীধারী।
পঞ্চরত্ন কি প্রকার বলহ বিস্তারি॥
হীরা নীলা মাণিক্য যে মুক্তা স্বর্ণ আর।
পঞ্চরত্ন হয় এই সংসারের সার॥
শ্রীহরি বলেন এ অর্জ্জিত বস্তু ধন।
খাওয়াইতে না পারিবে দেখিবে তখন॥
পঞ্চ রত্ন মধ্যে যেই আছে গুণাগুণ।
তাহা আমি বিস্তারিয়া পুন বলি শুন॥

প্রভু হৈয়া বিচার যে করে যেই জন।
অগ্রে পিছে বিচার যে ভাবে মনে মন॥
হিংসা অহঙ্কার কোন তার না থাকিবে।
পঞ্চরত্ন বলিয়া যে তাহারে গণিবে॥
ধর্ম্মশীল নারী যেবা বলায় কামিনী।
পতি পাদে সেবা করে দিবস রজনী॥
অপর পুরুষে সেই না করিবে মন।
বন্ধু বান্ধবের যদি করে নিবেদন॥
মন ভক্তগণে দেখি ভালবাসে মনে।
অসৎ অধর্ম্ম কথা নাহি শুনে কানে॥
এই মত যেই নারী করে আচরণ।
পতিব্রতা বলি তারে শুনহে অর্জ্জুন॥
এই এক রত্নাবলী সংসারে বাখানে।
শুণ হে অর্জ্জুন তুমি রাখ ইহা মনে॥
অশ্ব ল'য়া যায় কেহ যুদ্ধ করিবারে।
বিন্ধে যদি ধনুশর অশ্বের শরীরে॥
সেই অশ্ববর যদি দুঃখ নাহি করে।
পঞ্চরত্ন মধ্যে গণি তাহাকে সংসারে॥
ধনবান বিদ্যাবান গর্ব্ব নাহি করে।
এই মত যত জন রত্ন বলি তারে॥
ধর্ম্মবন্ত হইয়া যদি সাধে ব্রহ্মজ্ঞান।
শরীরেতে কোপ নাহি নাহি করে মান॥
এই মত জনে আমি রত্ন মধ্যে গণি।
এই তত্ত্ব সার কথা শুনহ ফাল্গুনী॥

অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
কিরূপেতে ব্রহ্মজ্ঞান মহিমা কথন॥
যোগ সাধন করিতে যে পবনের ঘর।
আসনে থাকিলে কত পবন অন্তর॥
দাণ্ডাইলে কত দূর অন্তরেতে থাকে।
চলিবার কালে কত দূরে গিয়া ঠেকে॥
বাক্যালাপে কত দূর পবন গমন।
নিদ্রাগতে কত দূর অন্তরে গমন॥
মারিবার কালে কত দূরেতে গমন।
এ সকল তত্ত্ব কথা বল নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন শুন পাণ্ডব সুমতি।
যতদূর পবনের হয় গতাগতি॥
আসনে বসিয়া সাধু সাধে ধর্ম্ম জ্ঞান।
দ্বাদশ অঙ্গুল দূরে পবন পয়ান॥
আসন ছাড়িয়া যেবা দাণ্ডাইয়া থাকে।
ষোড়শ অঙ্গুল দূরে থাকে অন্তরীক্ষে॥
২৪ আঙ্গুল দূরে পথেতে চলিলে।
ছত্রিশ আঙ্গুল দূরে বাক্য আলাপিলে॥
একচল্লিশ আঙ্গুল দূরে থাকে নিদ্রাগতে।
ছুটী হলে চুয়ান্ন আঙ্গুল যায় সে দূরেতে॥
এইরূপ পবনের শুন গতাগতি।
আর কত বুঝাইব এই ধর্ম্মনীতি॥
তুমি ত পরম ভক্ত তব বুদ্ধি জ্ঞান।
সংসারেতে নাহি দেখি তোমার সমান॥

তুমি মম অর্দ্ধ আত্মা কি আর বলিব।
আমি যাহা বলি তোমায় না যাবে বাহির॥
এই গীতামৃত শাস্ত্র অমৃত সমান।
শুন সর্ব্ব সাধুজন পুরাণ বাখান॥
যে জন শুনিবেক আনন্দিত মনে।
অবশ্যই স্থান পাবে শ্রীহরি চরণে॥

যোগগৃহের বিবরণ ও কত পুষ্পে
হরি পূজা বিধি।

—:*:—

শুন শুন সাধুজন করি নিবেদন।
যোগ তপস্যার কথা শুন দিয়া মন॥
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করে শ্রীহরির কাছে।
যোগ গৃহে কুটুম্ব যে কত জন আছে॥
এই কথা শুনিতে বাসনা বড় হয়।
কৃপা করি কহ প্রভু যশোদা তনয়॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে বলিব তোমায়।
যোগ গৃহ কুটুম্বর কার্য্য শাস্ত্র সার।
ক্ষমাশীল জননী শক্রতা পুত্র তার॥
দয়াকে করিবে কন্যা শুন দিয়া মন।
শান্তি স্ত্রী ঘরণী কর যত ভ্রাতাজন॥
যোগ ভজনের কথা বাহ্য আড়ম্বর।
কোন দিন ভ্রমণেতে নহে শয্যা পর॥

পর্ব্বত কন্দর কিবা নদীর কিনারে।
এই সাধনার ঘর বলিলাম তোমারে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তথা বলেন বচন।
কত পুষ্প লয়ে তোমায় করিব পূজন॥
এ সকল তত্ত্ব কথা বল শ্রীনিবাস।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপের বিনাশ॥
তোমার মুখেতে শুনি সুধামৃত সুধা।
যত শুনি তত বাড়ে মন মধ্যে ক্ষুধা॥
শুনিয়া শ্রীহরি তথা অর্জ্জুনের বাণী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে শাস্ত্রের বাখানি॥
মন স্থির করি শুন বীর ধনঞ্জয়।
অষ্ট পুষ্প কথা আমি বলিব নিশ্চয়॥
অহিংসা প্রথমা পুষ্প ইন্দ্রিয় নিবারে।
সর্ব্বভূতে দয়া পুষ্প ক্ষমা পুষ্প করে॥
জ্ঞান পুষ্প ধ্যান পুষ্প জপ পুষ্প আর।
এই অষ্ট পুষ্প আমি বলিলাম সার॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি করুণা নিদান।
কোন কোন জনের তুমি রাখিয়াছ মান॥
এই কথা মোরে প্রভু বল বিস্তারিয়া।
বলিবেন মোরে প্রভু সদয় হইয়া॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি প্রভু ভগবান।
মন্বন্তরে যেই জন অন্ন করে দান॥
অন্ন বস্ত্র যেবা দান করে শুদ্ধ মনে।
তাহাকে যে মান্যমান করি সদা দিনে॥

বাণ আকর্ষিয়া যেবা রণে আগুয়ান।
এ তিন জনের আসি সদা রাখি মান॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তথা বলেন বচন।
ভক্তগণে কথা প্রভু বলে নারায়ণ॥
শুনিয়া শ্রীহরি তথা অর্জ্জুন বচন।
ভক্তগণের কথা প্রভু বলে নারায়ণ॥
আমার যে নিত্য স্থল আছে বৃন্দাবন।
মম ভক্ত বিনা তথা কে করে গমন॥
যেই মম নাম ভজে সেই মর্ম্ম জানে।
কোটী কোটী দেবতা না যায় সেইখানে॥
অন্যে কি জানিতে পারে নামের মহিমা।
শুকদেব নারদাদি দিতে নারে সীমা॥
অক্রুর উদ্ধব মম ভক্তের প্রধান।
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ আর বিদুর সুজ্ঞান॥
তুমি মম শ্রেষ্ঠ ভক্ত গণনা আমার।
এ সকল সমানেতে নাহি দেখি আর॥
নামের মহিমা জানে ভোলা মহেশ্বর।
রাম নামে মত্ত হয়ে হ'ল দিগাম্বর।
শুনহ অর্জ্জুন তুমি ভক্তের কথন।
আর কি জিজ্ঞাসা কর আছে তব মন॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তথা আনন্দিত মন।
সাষ্টাঙ্গে ধরিল গিয়া শ্রীহরি চরণ॥
এই গীতামৃত সার শুনে যেই জন।
অবহেলে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন ।
শ্রীহরির নাম সদা করহ শ্রবণ ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি ।
নামের পশ্চাতে ফিরে আপনি শ্রীহরি ॥
ভজহ কৃষ্ণের নাম মজাইয়া মন ।
অন্তকালে পাবে তার চরণে শরণ ॥

বেদব্যাস জন্ম বিবরণ ।

—:০:—

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন ।
বেদব্যাস জন্ম কথা করিব কীর্ত্তন ॥
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করে শ্রীহরি চরণে ।
পরাশর পুত্র জন্ম হল কি কারণে ॥
পরাশর পুত্র বেদব্যাস নাম ধরে ।
কৈবর্ত্তের পুত্র বলি বিদিত সংসারে ॥
ব্রহ্মদেব পুত্র বলি শুনিয়াছি পূর্ব্বে ।
সে কেমনে জন্ম হ'ল কৈবর্ত্তের গর্ভে ॥
এ সকল তত্ত্ব কথা বল নারায়ণ ।
শুনিতে বাসনা মম হয়েছে এখন ॥
তব শ্রীমুখেতে শুনি সুধামৃত সুধা ।
যত শুনি তত বাড়ে মনোমধ্যে ক্ষুধা ॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে নারায়ণ ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে বল বিবরণ ॥

মহানদী নামে তথা ছিল সুলক্ষণ।
পশ্চিম দিকেতে সেই করেছে গমন॥
অপরূপ রূপ কিবা দেখিতে সুন্দর।
হরণ করিয়া আনে গিরি নৃপবর।
তার সনে প্রণয় করিল আনন্দেতে।
গিরি-রাজা মনানন্দে থাকিল গৃহেতে॥
তারপর নদীর হইল গর্ভবাস।
সম্পূর্ণ হইল আসি তার দশ মাস॥
তারপর প্রবেশিল কন্যা সুবদনি।
গিরি রাজা নিকটেতে দিলেন তখনি॥
কন্যা পেয়ে গিরি রাজা আনন্দিত মন।
আমার ঔরসে কন্যা লভিল জনম॥
ইতর জনেরে আমি না করিব দান।
এই কথা গিরিরাজা করে অনুমান॥
আমার সমান যেবা হবে নৃপবর।
তার পুত্রে দিব কন্যা আনন্দ অন্তর॥
এইরূপ গিরিরাজা মনেতে ভাবিল।
গিরিরাজা কন্যার নাম তখনি রাখিল॥
ক্রমে ক্রমে কন্যা তার হইল যুবতী।
জ্ঞানে তার সম নাই রতি রূপবতী॥
পিতা গৃহে যুবতী সে হইল যখন।
গিরি রাজা মনে মনে ভাবিল তখন॥
দাসরাজা বলিয়া যে আছে নৃপবর।
তারে দিব কন্যদান দেখিতে সুন্দর॥

তাহারে আনিয়া কন্যা করিব প্রদান।
এই কথা গিরিরাজা করে অনুমান ॥
গিরিরাজা এই কথা ভাবিল মনেতে।
দাসরাজে ডাকিলেন আপন গৃহেতে॥
গৃহে আনি নৃপতিরে করিল সম্মান।
গিরিরাজা কন্যা তারে করিলেন দান॥
কন্যারে প্রদান করি আনন্দ অন্তরে।
যে যাহার মনসুখে থাকে নিজ ঘরে॥
তারপর কিবা হৈল শুন বিবরণ।
গিরিরাজা কন্যা হ'ল প্রকাশ যৌবন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করিল বিচার।
কবে হবে একাসন কর সারোদ্ধার॥
যেইদিন হবে নৃপতির একাসন।
সেইদিন তার পিতার সপিণ্ড করণ॥
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া বলে সেই নৃপমণি।
কোন কার্য্য অগ্রে হবে বল দেখি শুনি॥
সূর্য্য অর্ঘ্য একাদশী সপিণ্ডকরণ।
তিন কার্য্য এককালে কিসে নিবারণ॥
সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত তুমি অতি বিচক্ষণ।
এ সকল বিচারিয়া বলহ এখন।
দ্বিজবর বলে শুন নৃপতি নন্দন।
সূর্য্য অর্ঘ্য না দিয়া যে সপিণ্ডকরণ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ কর অগ্রে শুন নৃপমণি।
অন্য লগ্নে সূর্য্যে অর্ঘ্য দিবেন আপনি॥

ব্রাহ্মণের কথা শুনি আনন্দিত মন।
মৃগয়া করিতে গেল রাজার নন্দন॥
অশ্ব আরোহণে রাজা গেল সেই বনে।
আর কোন অন্য কথা না ভাবিল মনে॥
মৃগ না আনিলে পিতৃশ্রাদ্ধ না হইবে।
এই কথা রাজপুত্র মনে মনে ভাবে॥
তদন্তরে কিবা হয় শুন বিবরণ।
একটী মৃগাণী দেখ ফিরে বনে বন।
দাসরাজা নয়নে দেখিল বিদ্যমান।
তাহাকে দেখিয়া রাজা হইল অজ্ঞান॥
রাজার শরীর হতে অদ্ভুত যে শক্তি।
বাহির হইল তথা দেখিল ভূপতি॥
রাজপক্ষী দেখি রাজা ডাকিল সত্বর।
মম নিবেদন আছে তোমার গোচর॥
শুন তুমি পক্ষীবর মম নিবেদন।
মম পাটরাণী কাছে করহ গমন॥
এই বস্ত্র লয়ে তুমি করহ গমন।
মম পাটরাণী হস্তে করিবা অর্পণ॥
গোপনেতে দিবে লয়ে কেহ না জানিবে।
অপরে জানিলে কাজ সিদ্ধ না হইবে॥
রাণীরে বলিবে তুমি করহ ভক্ষণ।
ভক্ষণ করিলে তব হইবে নন্দন॥
এত শুনি পক্ষীবর হইল বিদায়।
মৃগ মারিবারে রাজা অন্য বনে যায়॥

চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে॥
ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিয়া তাহারে ছোঁমারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল॥
পক্ষী স্থান হৈতে শক্তি পড়ে সেইকালে।
অন্তরীক্ষ হতে পড়ে যমুনার জলে॥
দীঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরি।
মুনি শাপে জল মধ্যে হয়েছে সফরী॥
সেই ত সফরী তাহা করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন॥
সেই হতে দশ মাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেন কুলে॥
দেখিয়া ধীবর তথা আনন্দিত মন।
আপনার গৃহে লয়ে করিলগ মন॥
মৃগমারি নৃপতি আইল নিকেতন।
সেই মীন লইয়া ধীবর করিল গমন॥
মীন লয়ে দিল তাহা রাজার গোচরে।
দেখিয়া নৃপতি বড় আনন্দ অন্তরে॥
মৎস্য লয়ে দাও গৃহে করিবে তৈয়ার।
শুনিয়া ধীবর তথা আনন্দ অপার॥
এইরূপ যখন বলিল নৃপমণি।
মৎস্য গর্ভে দুই শিশু ডাকিল তখনি॥
অধর্ম্মের কথা রাজা না কর অন্তর।
মৎস্য গর্ভে বাস করিয়াছি নৃপবর॥

তাহা শুনি মনে মনে ভাবিল নৃপতি।
মৎস্য গর্ভে দানব কি হয়েছে উৎপত্তি॥
এই মৎস্য লয়ে কাট হয়ে সাবধান।
গর্ভ মধ্যে যাহা আছে দেখি বিদ্যমান॥
নৃপতি আজ্ঞায় মীন কাটিল সত্বর।
গর্ভ মধ্যে কন্যা পুত্র দেখিল সুন্দর॥
পুত্র কন্যা দেখি রাজা আনন্দ অন্তর।
পুত্রকে করিব রাজা সংসার ভিতর॥
পুত্রহীন রাজা আমি জানয়ে সকলে।
পুত্র কন্যা পাইলাম মম কর্ম্মফলে॥
পুত্রকে করিয়া কোলে বলে নৃপবর।
কৈবর্ত্তে ডাকিয়া তথা বলেন উত্তর॥
এই কন্যা লয়ে তুমি করহ পালন।
আর এই পুত্র হবে আমার নন্দন॥
তোর কোলে শিশু নাহি শুনহ কৈবর্ত্ত।
এ কন্যাকে পাল লয়ে তুমি মনোমত॥
শুনিয়া কৈবর্ত্ত তথা করিল গমন।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত মন॥
কৈবর্ত্ত রাখিল নাম কন্যা ভাগ্যবতী।
পুত্র নাম রাখে রাজা মৎস্য নরপতি॥
কৈবর্ত্ত যে কন্যা লয়ে গৃহেতে রাখিল।
সপ্তম বৎসর সেই কন্যাকে পালিল॥
যে দিকে কৈবর্ত্ত যায় সঙ্গে লয়ে যায়।
কৈবর্ত্তের পাছে কন্যা আনন্দেতে ধায়॥

নদীর কিনারে নৌকা সদা দিন রাখে ।
সেইখানে কন্যা লয়ে রাখিলেন সুখে ॥
কিছুদিন সেখানেতে বসতি করিল ।
সেইখানে কৈবর্ত্ত যে রোগাক্রান্ত হল ॥
কৈবর্ত্ত ডাকিয়া কন্যায় বলিল বচন ।
পীড়িত অবস্থা মম না চলে চরণ ॥
এই নদী নৌকা পরে থাকহ এখন ।
যে আসিবে তারে পার কর জনে জন ॥
কৈবর্ত্তের কথা শুনি আনন্দে চলিল ।
দাঁড় হাতে করি কন্যা নৌকাতে বসিল ॥
এ হেন সময়ে পরাশর মুনিবর ।
নৌকা ঘাটে আসি তথা বসিল সত্বর ॥
কৈবর্ত্ত কৈবর্ত্ত বলি ডাকে ঘনে ঘন ।
পার করি দেহ মোরে যাব নিকেতন ॥
ভাগ্যবতী বলে প্রভু করি নিবেদন ।
মম পিতা রোগাক্রান্ত ভূতলে পতন ॥
আপনার কৃপাবলে রোগ যাবে নাশ ।
এই কথা রাখ মম মনে বড় আশ ॥
ভাগ্যবতীর কথা শুনি বলে মুনিবর ।
আজ হৈতে তোর পিতার না আসিবে জ্বর ॥
আমার কল্যাণে তার দুঃখ যাবে দূর ।
অন্ধকার মেঘাচ্ছন্নে যেমন চিকুর ॥
এই বর দিয়া মুনি নৌকাপরে বসে ।
মনের উচিত কথা মনেরে জিজ্ঞাসে ॥

মনেতে বিচার করে ব্রহ্মার নন্দন।
সংসারেতে বেদ জাত হইবে এখন॥
আমার ঔরসে যার হইবে জনম।
চারি বেদ অষ্টাদশ করিবে পুরাণ॥
চারি বেদ অষ্টাদশ পুরাণ বাখ্যানি।
জন্মমাত্র মম পুত্র করিবে এমনি॥
বহু শাস্ত্র সেই মুখে করিবে রচন।
সে পুত্র হইবে মম সংসার তারণ॥
মনেতে ভাবিয়া মুনি কন্যা পানে চায়।
বিশেষ পাইয়া তথা কন্যাকে বুঝায়॥
তব দেহ মোরে আজি কর বিতরণ।
তাহে মম মনস্কাম হইবে পুরণ॥
ভাগ্যবতী কন্যা বলে করি নিবেদন।
দেহ মম মৎস্য গন্ধ দেখ তপোধন॥
আমি ত বালিকা মতি নাহি কিছু জ্ঞান।
আপনি যে ব্রহ্মা পুত্র মুনি কিবা দান॥
পরাশর বলে তোর দেহ যে সুন্দর।
এখনি হইবে রূপ আমি দিনু বর॥
এই মম বাক্য আর খণ্ডন না হবে।
যোজনগন্ধা নাম তব সংসারে থাকিবে॥
ভাগ্যবতী বলে শুন মম নিবেদন।
নব যুবা নাহি দিশে আমার বদন॥
কেমনেতে মম দেহ দিব হে এখন।
শরীর বিকাশ মোর নাহি যে এখন॥

মুনিবর বলে শুন বচন আমার।
তোমার যৌবন হবে আজ্ঞায় আমার।
মুনির বচন কভু না হয় অন্যথা।
ভাগ্যবতী যৌবন যে হইলেক তথা॥
দেখিয়া হরষ বড় পরাশর মুনি।
কন্যাকে ডাকিয়া বলে সুমধুর বাণী॥
কন্যা বলে শুন মুনি মোরে ভয় লাগে।
লোক জন কত শত আছে চারিদিকে॥
মুনি বলে কোন চিন্তা না করহ মনে।
অন্ধকার করি দিব আমি যে এখানে॥
মুনির বচন কভু না হ'ল অন্যথা।
চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল তথা॥
কুয়াসা ঘটিল যেন গগন মণ্ডলে।
লোক যত অন্ধকারে কারে না দেখিলে॥
যোজনগন্ধার গর্ভে মুনির ঔরস।
সেইখানে জন্ম হইলেন বেদব্যাস॥
কন্দর্প সমান দেহ দেখিতে সুন্দর।
দেখিয়া সে মুনি তখন আনন্দ অন্তর॥
জন্মমাত্র বেদ পুরাণ মুখে করে জাত।
দেখি পরাশর মুনি মাথায় দেয় হাত॥
কন্যারে বলিল মুনি শুনহে এখন।
পার করে দাও মোরে যাব নিকেতন॥
আজ্ঞামাত্র আনন্দিত হল তার মন।
কন্যা বলে শুন মুনি আমর বচন॥

মুনি মুখ নিরখিয়া কন্যা মন্দ হাসে।
মুনি হৈয়া তুমি মোরে করিলে কি শেষে ॥
নবযুবা করাইলে দেখি কার মুখ।
এই কথা ভাবি সদা নাহি মনে সুখ ॥
বালিকা অবস্থা আমি ছিলাম পিত্রালয়।
এখন যে নবযুবা কি করি উপায় ॥
কার মুখ সেখানেতে আমি নিরখিব।
তব পদতলে আমি নিশ্চয় মরিব ॥
মুনিবর বলে শুন আমার বচন।
পূর্ব্বের শরীর তব হইবে এখন ॥
মুনির বচন কভু অন্যথা না হয়।
পূর্ব্বমত রূপ হয়ে কন্যা ঘরে যায় ॥
আপনার গৃহে কন্যা প্রবেশ হইল।
পরাশর মুনি তথা ধ্যানেতে বসিল ॥
বেদব্যাস জন্ম কথা অপূর্ব্ব ভাণ্ডার।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবনদী পার ॥
সংসারেতে সার বস্তু ভজ ওরে ভাই।
কলিতে হরির নাম বিনা গতি নাই ॥

—৹—

অষ্টাদশ পুরাণের বিবরণ।

(কোন কোন পুরাণে কত শ্লোক ?)

—:•:—

শ্রীহরি বলেন শুন বীর চূড়ামণি।
বেদব্যাস জন্ম কথা শুনিলে এখনি ॥
তাহা শুনি অর্জ্জুন বলেন নারায়ণে।
আর এক কথা মম পড়ে গেল মনে ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় হইল এখন।
মম প্রতি কৃপা করি বল নারায়ণ ॥
অষ্টাদশ পুরাণ যে করে ব্যাস মুনি।
এই সার তত্ত্ব কথা বল চক্রপাণি ॥
কোন শাস্ত্র অগ্রে হয় কোন শাস্ত্র পাছে।
এ সকল শুনিবারে মনে বাঞ্ছা আছে ॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি বলে নারায়ণ।
অষ্টাদশ পুরাণ যে হইল রচন ॥
ভিন্ন ভিন্ন কথা আমি বলিব তোমারে।
পুরাণ যতেক হয় সংসার মাঝারে ॥
প্রথমে হইল ব্রহ্মা পুরাণের সার।
তারপর পদ্মপুরাণ হইল যে আর ॥
তারপর বিষ্ণু নামে পুরাণ হইল।
শিব যে পুরাণ তার পশ্চাতে রচিল ॥
তারপর পুরাণ রচিল ভাগবত।
নারদ পুরাণ তার পশ্চাতে রচিত ॥

এই যে পুরাণ তার সন্নিকটে দেখি।
মার্কণ্ড পুরাণ তার পশ্চাতে যে দেখি॥
অগ্নি নামে পুরাণ যে তার পর জাত।
বামন পুরাণ হয় তদন্তে বিখ্যাত॥
কূর্ম্ম পুরাণের পরে মৎস্য যে পুরাণ।
গরুড় পুরাণ পরে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ॥
অষ্টাদশ পুরাণের শুনিলে কারণ।
আদি অন্তে কথা বীর ভাবে মনে মন॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
কথার পরম সন্ধি না বল এখন॥
তোমার মুখের কথা সুধামৃত বাণী।
কোন স্থানে কত শ্লোক বল দেখি শুনি॥
শ্রীহরি বলেন তব জীবনই ধন্য।
তোমার যে জন্ম ধন্য ভাবিলাম এখন॥
ধন্য তব মাতা পিতা বন্ধুবর্গ জন।
এ মহীমণ্ডলে তুমি পণ্ডিত সুজন॥
মন স্থির করি তুমি হবে শুদ্ধ জ্ঞান।
পুরাণের যত শ্লোক বলিব প্রমাণ॥
দশ সহস্র শ্লোক হয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
পঞ্চান্ন সহস্র শ্লোক পদ্মপুরাণ ব্যাখান॥
আশী সহস্র শ্লোক বিষ্ণু পুরাণেতে গণি।
চারি সহস্র শ্লোক শিব পুরাণে ব্যাখানি॥
অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবতে সার।
নারদ পুরাণে পঞ্চাশ সহস্র শ্লোক আর॥

মার্কণ্ড পুরাণ শ্লোক নব সহস্র গণি।
অগ্নি যে পুরাণ শ্লোক ত্রয়োদশ মানি॥
ভবিষ্য পুরাণ শ্লোক চতুর্দ্দশ সার।
বরাহ পুরাণ বিংশ সহস্র প্রচার॥
একাদশ সস্র শ্লোক লিঙ্গ যে পুরাণ।
বরাহ পুরাণে চব্বিশ সহস্র ব্যাখান॥
স্কন্ধ নাম পুরাণে চৌরাশী শ্লোক সার।
বামন পুরাণ দশ সহস্র প্রচার।
চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোক মৎস্য পুরাণেতে।
কূর্ম্ম পুরাণ দশ সহস্র শ্লোক হয় তাতে॥
গরুড় পুরাণে মুনি সহস্র বাখানে।
দ্বাদশ সহস্র ব্রহ্মা পুরাণেতে গণে॥
অষ্টাদশ পুরাণেতে ভাগবত সার।
শুনহ অর্জ্জুন তুমি এহি সারাৎসার॥
যত যত শাস্ত্র আছে সংসার ভিতরে।
ধর্ম্ম জ্ঞান মহিমা যে সংসার উদ্ধারে॥
হস্তে খড়ি ধরি তুমি করহ গণন।
চারি লক্ষ শ্লোক হয় অষ্টাদশ পুরাণ॥
একাদশ শত শ্লোক অধিক ব্যাখান।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে শুন মতিমান॥
এই শ্লোকের মধ্যে আর নাহি ভিন্ন ভিন্ন
লোকে না লিখিতে পারে কে লিখিবে পূর্ণ॥
সত্য কিম্বা মিথ্যা হয় ভাবে মনে মন।
নিয়ম করিতে পারি তোমার সদন॥

অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
তব কার্য্যে মম মায়া নাহিক কথন॥
অবিশ্বাস কর যদি তুমি ভগবান।
নিয়ম তোমার পদে সদা জপি নাম॥
শ্রীহরি বলেন তবে মম মনে দিয়া।
তব দেহ মম দেহ একমাত্র কায়া॥
জীবরূপে অধিষ্ঠান থাকি সর্ব্বস্থান।
আমি যেখানেতে নাহি সেখানে অজ্ঞান॥
যেই মত যেই জীব আমি সেই মতে।
সর্ব্ব ঘটে থাকি আমি মনেতে জানিবে॥
এইরূপ সর্ব্ব ঘটে আমি বিদ্যমান।
বিপত্তে যে ডাকে মোরে তারে করি ত্রাণ॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি পুরাণের সার।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবনদী পার॥
গীতামৃত সার তত্ত্ব পুরাণে বাখানি।
এই শাস্ত্র শুনিলে যে মোক্ষ হয় প্রাণী॥
ব্যাস বিরচিত এই অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীহরির দাস মাগে চরণে শরণ॥

গজ কুম্ভীরের নিস্তার বৃত্তান্ত।

শুন শুন সাধুজন করি নিবেদন।
শ্রীহরি ও অর্জ্জুনের কথোপকথন॥

অর্জ্জুন বলেন তথা প্রভু নারায়ণ।
কারে তুমি শঙ্কটেতে করিলে তারণ॥
সেই কথা শুনিতে বাসনা বড় হয়।
কৃপা করি বল মোরে যশোদা তনয়॥
শ্রীহরি বলেন শুন বীর চূড়ামণি।
যারে করিয়াছি ত্রাণ বলিব এখনি॥
গজকে কুম্ভীর যখন ধরেছিল জলে।
দয়াময় বলে ডাকে রাখ পদতলে॥
সোত্তর যোজন পথে ছিল করীবর।
সেই শব্দ লাগে মম কর্ণের ভিতর॥
দয়া না করিলে সে কুম্ভীর মূঢ়জন।
ক্রোধি হয়ে গজবরে করে আক্রমণ॥
গজকে ধরিল কুম্ভীর পাটী বিস্তারিয়া।
পূর্ণিমা চন্দ্রকে যেন রাহু গ্রাসে গিয়া॥
তখনি যে পাশা খেলি সত্যভামা সনে।
এবে বাক্যালাপ করি বসে দুই জনে॥
হেনকালে মোরে ডাক দিল গজবর।
শঙ্কটে পড়েছি আমি ওহে চক্রধর॥
কর্ণে মম শব্দ লাগে গজের ক্রন্দন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন॥
বিপদে পড়িয়া গজ ডাকে ঘনে ঘন।
এ সময়ে রক্ষা কর শ্রীমধুসুন॥
হেকালে সত্যভামা সনে পাশা খেলা।
দুই জনে মত্ত আছি খেলা রসে ভোলা॥

যেইখানে সত্যভামার পড়িয়াছে দান।
সেইখানে গজবরে করি পরিত্রাণ॥
রাখিলাম বলি আমি হস্তেতে ঠারিয়া।
হেনকালে সত্যভামা বলেন হাসিয়া॥
কারে তুমি রাখিলে হে প্রভু নারায়ণ।
শুনিতে বাসনা মম হইয়াছে মন॥
মোরে কি ভণ্ডামি করি যাবে পলাইয়া।
দান মম পড়িয়াছে দিব কি ছাড়িয়া॥
কেমন প্রকারে প্রভু কাহারে রাখিলে।
রাখিলাম বলে তুমি হস্তেতে ঠারিলে॥
শ্রীহরি বলেন সত্যভামা মুখ চায়া।
পদ্মতোলা ঘাটে গজ ডাকে বিনাইয়া॥
সোত্তর যোজনে থাকি ডাকে গজবর।
বিপদেতে রক্ষা কর প্রভু গদাধর॥
কুম্ভীর তাহারে তথা করে আকর্ষণ।
আকর্ষণ যন্ত্রণাতে ডাকে নারায়ণ॥
পাশা খেলিবার কথা নাহি মম মন।
সে কারণে তব মনে হয়েছে বেদন॥
সত্যভামা বলে প্রভু এ সকল মিথ্যা।
মায়া করি বলিতেছ মনে দিয়া ব্যথা॥

যদি তুমি গজবরে রাখ নারায়ণ।
মোর সঙ্গে লয়ে চল দেখিব কেমন॥
তবেত আমার মনে প্রত্যয় হইবে।
তা না হলে মিথ্যা কথা বলছে মাধবে॥
সত্যভামা কথা শুনি বলে নারায়ণ।
সুদর্শন চক্রে আমি করেছি প্রেরণ॥
আমাকে যাইতে যদি বিলম্ব হইবে।
গজকে করিয়া রক্ষা কুম্ভীরে বধিবে॥
আমাকে আশ্রয় কলে যায় সর্ব্ব দুঃখ।
কুম্ভীরে বধিয়া আমি গজে দিব সুখ॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীহরির সুদর্শন ধায়।
কুম্ভীরে করিল নাশ গজ রক্ষা পায়॥
তারপর গরুড়ে ডাকিল নারায়ণ।
ডাকিবা মাত্রকে আইল বিনতা নন্দন॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে সত্যভামা ভগবান।
নয়নে দেখিল গিয়া তৃপ্ত করে প্রাণ॥
হেট মাথা হয় দেখি শত্রাজিতা সুতা।
মুখ তুলি শ্রীহরিকে না বলিল কথা॥
কুম্ভীরে করিয়া বধ গজের নিস্তার।
আতঙ্ক ভঞ্জন আমি করিলাম উদ্ধার॥

দ্রৌপদী আতঙ্ক আর মৃগের দুর্গতি।
আতঙ্কে ডাকিলা মোরে রাখ লক্ষ্মীপতি॥
সে সকল জনে আমি করিলাম ত্রাণ।
শুনহ অর্জ্জুন তুমি বড় ভাগ্যবান॥
প্রহ্লাদেরে রক্ষা করি হিরণ্য বধিয়া।
হিরণ্যকশ্যপে বধি ভক্তের লাগিয়া॥
আমার ভক্তেরে যেবা করিবে তাড়ন।
সমূলেতে তারে আমি করিব নিধন॥
প্রলয় জলেতে ভাসে মার্কণ্ড যে মুনি।
জলে ভাসি ডাকে মোরে কম্বুপাণি॥
মম ভক্ত বলে তারে রাখিলাম তখন।
চিন্তামণি নাম মম হয় সে কারণ॥
সংসারেতে একমাত্র হরিনাম সার।
হরি ভিন্ন সংসারেতে গতি নাহি আর॥
সংসার প্রলয়কালে গরুড় আইল।
আশী যুগ যায় মোরে পৃষ্ঠেতে রাখিল॥
সামালিতে না পারিয়া ছাড়িল যখন।
বটপত্রে মম দেহ করিনু স্থাপন॥
কৃষ্ণনামামৃত পান করে যেইজন।
অন্তকালে পায় সেই যুগল চরণ॥

হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন।

—:o:—

শুনহ সকল জন নামের মহিমা।
শুকদেব নারদাদি দিতে নারে সীমা॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
কেমনে রাখিলে গর্ভে বিনতানন্দন॥
শ্রীহরি বলেন শুন অর্জ্জুন সুধীর।
অশেষ ব্রহ্মাণ্ড মম গর্ভে আছে স্থির॥
পক্ষী কীট পতঙ্গাদি মম গর্ভে স্থিতি।
জলবিম্ব মত সপ্ত সমুদ্রের গতি॥
আমার গর্ভের কথা না জান সন্ধান।
পূর্ব্বে দেখ বিশ্বনাথ নাহি তব জ্ঞান॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু জানিলাম সত্য।
আমারে যা বুঝাইলে এই সারতত্ত্ব॥
শ্রীহরি বলেন শুন অর্জ্জুন ধীমান।
তুমি মম প্রাণ তুল্য করি আমি জ্ঞান॥
মম নামে যেবা করে পরাণ ধারণ।
বৈকুণ্ঠেতে যাবে সেই বিষ্ণুর সদন॥
মম নাম ভজনেতে দুঃখ না ভাবিবে।
অবশ্য সে ভক্ত মম আমারে পাইবে॥

ভিক্ষা মাগি যদি খায় না ছাড়িবে মোরে ।
মম নাম হেলা কভু না করে অন্তরে ॥
মায়া জালে কখনি না পড়ে সেই জন ।
একবারে কৃষ্ণ নামে সদাই মগন ॥
মম নাম তুল্য নাম কি আছে সংসারে ।
নামাশ্রয় করে লোক যায় ভব পারে ॥
মন দৃঢ় করি যেবা নাম করে ধ্যান ।
কোটী ভক্ত ফল পায় বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
কোটী কোটী ব্রত যদি সদা করে ধ্যান ।
তথাপি না হয় এক নামেরি সমান ॥
শত কোটী শাস্ত্র যদি করে অধ্যয়ন ।
তথাপি না হয় সেই নামের ভাজন ॥
নাম সংকীর্ত্তন যেবা সদা করে গান ।
অন্তকালে মোক্ষ পায় লভে দিব্য জ্ঞান ॥
নামের মহিমা কথা কহনে না যায় ।
মহাদেব হয় যোগী রাম নাম ধ্যায় ॥
কোটী কোটী মকর মাসে যদি করে স্নান ।
শতধারা গয়া ক্ষেত্রে পিণ্ড করে দান ॥
সাগর স্নানেতে যদি শতবার যায় ।
একা হরিনাম সার তীর্থ ফল নয় ॥

শত মণ স্বর্ণ যদি কেহ করে দান।
তথাপি না হয় হরি নামেরি সমান॥
লক্ষ লক্ষ দেউল অঙ্গল করে দান।
নামের সহিত তুল্য না হয় সমান॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি নামের কথন।
যেই নাম সেই বিষ্ণু সেই নারায়ণ॥
একদিন সরস্বতী ভাবিলেন মনে।
হরিনাম গুণাগুণ লিখিব যতনে॥
অস্ত গিরি বন পুড়ে কালি বনাইল।
সপ্ত সমুদ্রের জল তুয়াতে পূরিল॥
কল্পবৃক্ষ পত্র এনে করিল লিখন।
লিখিতে না পারে সেই নামের বর্ণন॥
মম নাম যেই জন করে আরাধন।
সপ্তদ্বীপ দেখে সেই তৃণের মতন॥
অপ্রমিত আকাশ যে দিশে বহু দূর।
মম ভক্তগণে দিশে নহে বড় দূর॥
সূর্য্যকে দেখিতে পায় প্রদীপ মতন।
কামদেব দেখে যেন কীটের বদন॥
কুবেরকে দেখে যেন দরিদ্রের মত।
তুচ্ছপ্রায় জ্ঞান করে ইন্দ্রের রাজত্ব॥

ঊনপঞ্চাশ পবন বহে নাহি মানে তারে।
রোধ করে নাসিকাতে বায়ু যেন স্বরে॥
কল্পবৃক্ষে দেখে যেন সামান্য রতন।
সপ্ত সমুদ্রকে দেখে কূপের ঘটন॥
পর্ব্বতকে জ্ঞান করে ক্ষুদ্র রেণু সার।
চন্দ্রমাকে দেখে যেন দর্পণ আকার॥
মঞ্চেতে মানব জনে দেখে ধুলি প্রায়।
করীবরে জ্ঞান করে নকুলের ন্যায়॥
দেবগুরু বৃহস্পতি তারে মুর্খ গণে।
বড়লোক জগতে যে তারে নাহি মানে॥
বরুণ রাজাকে দেখে জল পোকা প্রায়।
বড় জন তার কাছে হীন জন ন্যায়॥
মম নামে সদা যেবা করে গুণ গান।
তত বড় লোক জন তারে তুচ্ছ জ্ঞান॥
এ সকল না মানিয়া তীর্থ পর্য্যটন।
মহাকাল ফলে কি অমৃত আস্বাদন॥
নামাশ্রয় না করিয়া তীর্থে করে বাস।
সংসার মায়াতে পড়ে সকল বিনাশ॥
গঙ্গা আসি তার দ্বারে করেছে গমন।
তাহে না করিয়া স্নান কূপেতে পতন॥

শুন হে অর্জ্জুন তুমি নামের মহিমা।
নাম যে অমূল্য নিধি তারে কর সীমা॥
গীতামৃত সারতত্ত্ব এই মম বাণী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে বীর চূড়ামণি॥
নাম রত্নাবলী গ্রন্থ শুনিলে শ্রবণে।
এ সকল তত্ত্ব কথা রাখিবেন মনে॥
এতেক শুনিয়া অর্জ্জুন আনন্দিত মনে।
লোটাইয়া পড়ে তথা শ্রীহরি চরণে॥
যাহা বুঝাইলে মোরে প্রভু বংশীধারী।
এ ঘোর সংসারানলে মোরে কর পারি॥
এত শুনি কোল দিল প্রভু নারায়ণ।
দুইজন এক আত্মা হইল মিলন॥
গীতামৃত তত্ত্ব সাঙ্গ হল এত দূরে।
যাহার শ্রবণে পঞ্চ মহাপাপ হরে॥
শুদ্ধমতি যেবা এই গ্রন্থ পড়ে শুনে।
অশ্বমেধ ফল হয় শ্রীকৃষ্ণ বচনে॥
যার গৃহে এই গ্রন্থ রাখিবে যতনে।
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকিবে সেখানে॥
অগ্নি ভয় চোর ভয় জরা মৃত্যু ভয়।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সব হবে ক্ষয়॥

রাজ দণ্ড যম দণ্ড অকাল মরণ।
প্রেত ভূত মারি যক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ॥
এ গ্রন্থ সম্পুর্ণ হয়ে থাকে যার ঘরে।
এ সকল পীড়া তারে কভু নাহি ডরে॥
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায় এ গ্রন্থ শুনিলে।
জ্ঞান বৃদ্ধি বল বৃদ্ধি তরে পরকালে॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে বাড়য়ে ধন ধান্যে।
পাপীজনে শুনে স্বর্গে যায় মহাপুণ্যে॥
সকল গ্রন্থের সার এ গীতা ব্যাখ্যানি।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন প্রভু চক্রপাণি॥
হরি হরি কর সবে গোবিন্দ প্রীতিতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণ দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ॥
মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে না ভজিলে হরি।
চারিদিকে মায়াজাল আছে দেখ ঘেরি॥
হরিনাম কর সার কাটিবে এ জাল।
হরি পদে মন দিলে না ধরিবে কাল॥

গৃহবাস মায়াফাঁস এড়াইবে কিশে।
কলেবর জ্বর জ্বর কাল অবশেষে॥
হরি হরি বল সুখে যত সাধুগণ।
অন্তকালে পাইবেন যুগল চরণ॥

—:*:—

সম্পূর্ণ।

নীহার প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকাবলী।

কার্ত্তিক মাহাত্ম্য—	৸০	নাগবল্লী ব্রত—	৴১০
মাঘমাহাত্ম্য—	৷৵০	নিমাই সন্ন্যাস—	৵০
বৈশাখমাহাত্ম্য—	৷৵০	সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ—	/১০
গঙ্গামাহাত্ম্য—	৷০	রুক্মিণী হরণ—	/১০
একাদশী মাহাত্ম্য—	৵০	উষাহরণ—	/১০
কলির মাহাত্ম্য—	/১০	লক্ষ্মীপুরাণ—	৶০
সারদামঙ্গল—	৶০	লক্ষ্মীচরিত্র—	৶০
ষষ্ঠীমঙ্গল—	/০	লক্ষ্মী ভাণ্ডার—	৴৫
কপিলা মঙ্গল—	/১০	অর্জ্জুন গীতা—	৵০
মথুরামঙ্গল	৷৵০	দারুব্রহ্ম গীতা—	৶০
বৃহৎ রাধাষ্টমী—	/১০	রাসলীলা—	/১০
রাধাষ্টমী—	৴১০	ত্রিনাথ মেলা—	৴১০
জন্মাষ্টমী—	৴১০	জলকেলী—	৴১০
দুর্গাষ্টমী—	৴১০	চোরকেলী—	৴১০
শিবচতুর্দ্দশী ব্রত—	৴১০	শুকদেবের জন্ম—	৸০
অনন্তব্রত—	/০	ব্যাসদেবের জন্ম বৃত্তান্ত	৴১০
পঞ্চক ব্রত—	৷০	বেদবতীর উপাখ্যান	৴১০
পঞ্চক-পূজা উপলক্ষে—		কংশের জন্ম বিবরণ	/১০
রাইদামোদর কথা	৴১০	কংসবধ—	৴১০

☞ পর পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

নীহার প্রেসে মুদ্রিত

পুস্তকাবলী।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর।)

—:•:—

সত্যনারায়ণের পাঁচালী :—	
বাঘাম্বরের পালা—	/১০
মনোহর ফাঁসরার পালা	/১০
রম্ভাবতীর পালা—	/১০
আখোটীর পালা—	/১০
রামেশ্বরী পালা—	/০
পীরের জন্ম পালা—	/১০
নলনীলের পালা—	/১০
মতিলালের পালা (যন্ত্রস্থ)	
দক্ষযজ্ঞ—	ঐ
রুদ্র-গীতা—	ঐ
দেউল-তোলা—	৶০
টীকা ভাগবত—	/১০
১১শ স্কন্ধ (পকেট)	॥০
হরিনী স্তুতি—	৴১০
গঙ্গা-স্তুতি—	৴১০
ধ্রুব-চরিত্র—	।০
সত্যধর্ম্ম—	৴১০
মোহমুদ্গর—	৴১০
শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম	৴১০
বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ	/০
বর্ণবোধ—	৴৫
অঙ্কসূত্র (ধারপাত)	/০
ওলাউঠা-চিকিৎসা	/০
আকন্দ—	৴১০
বিশ্বরূপ দর্শন	/০
শ্রীমদ্ভাগবত (সম্পূর্ণ)	৩
দুর্গোৎসব	৴৫

☞ পাইকারদিগকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একোনাশীতিতম
জন্মোৎসব উপলক্ষে বরিশাল
"রামকৃষ্ণ মিশন্" হইতে
প্রকাশিত।

বরিশাল—কমলা-প্রেসে
শ্রীসূর্য্যকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।*

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য— যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

"বেদ" নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতেছেন।

---

* এই প্রবন্ধটী শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দজীর "ভাব্‌বার কথা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম "বেদ"।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন "ধর্ম্ম" কেবল "কথার কথা" ও ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র "বেদ"।

অলৌকিক জ্ঞানবেত্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্ম্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ "বেদ" নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষর-রাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই "বেদ"।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম-কাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল, মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও

সংশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়া গৃহীত হইবে। সংশাস্ত্র-বিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্ত্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশকালপাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়—সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশকাল পাত্রভেদে অধিক ভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত বর্ণন মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখান করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-

প্রতীয়মান-বহুধা–বিভক্ত, সর্ব্বথা প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-খণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য **শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ** অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্ত্তার সহযোগী শক্তি কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবিভূর্ত হন তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে এই জন্য, বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারম্বার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান্ হইতেছে—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্ব্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্ব্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলা প্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাব-সমষ্টি অধিকারি হীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নববলে বলীয়ান্ মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, শ্রীভগবান্, পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাব সমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের

নিদান ; এবং এই নব যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষ মাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর ; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক ; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার আমাদিগকে স্বীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম্ম দ্বারা উন্নত, এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময় বিশেষে তথাপিও বলিতে হয়—আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি আমাদের লাভ, কিন্তু ঐ স্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের

অসাধ্য—যে জ্ঞান ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গবিসর্জ্জন করা ত দূরের কথা। যাঁহারা বুঝিয়াছেন এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্য্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদগত ভাবই ফলানুমেয়; কার্য্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।

যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ, দরিদ্র, পূজারি ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্তসমুদ্র পার পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্ম্মের জয়ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্ব্ব-লোকমান্য শূরবীর মহাপণ্ডিত আপনারা—আপনারা ইচ্ছা করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা—আমরা পুষ্প-চন্দন হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্র-জীবী ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল প্রসূত, সর্ব্ব-বিদ্যাশ্রয়—আপনারা উঠুন, অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগ দেখান—আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্‌গমন করি। আর যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ নামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাস-জাতি-সুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর-প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে—হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্ম্মতরঙ্গ—যাহার শুভ্রশিখরে

এই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন—আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে; আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎউপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ কর?

সম্পূর্ণ